বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৩-২০২৪

সমবায় অধিদপ্তর

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৩-২০২৪

সমবায় অধিদপ্তর
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপদেষ্টা

মোঃ শরিফুল ইসলাম
নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ আহসান কবীর
অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা।

মোঃ মিজানুর রহমান
যুগ্ম নিবন্ধক (এমআইএস ও গবেষণা) (অতি.দা.)

মোঃ জহিরুল ইসলাম
সহকারী নিবন্ধক (এমআইএস)

সমন্বয়কারী

মোঃ জালাল উদ্দিন ভূঁইয়া, গবেষণা অনুসন্ধানকারী।

সংকলন

মোঃ জিয়াউল হক চৌধুরী, গবেষণা অনুসন্ধানকারী।
ফারজানা পারভীন, সরেজমিনে তদন্তকারী।
শ্যামা মজুমদার, গবেষণা অনুসন্ধানকারী।

প্রকাশকাল

অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

প্রকাশনায়

সমবায় অধিদপ্তর
এফ-১০, আগারগাঁও সিভিক সেন্টর, ঢাকা-১২০৭।
Website: www.coop.gov.bd
E-mail: reg.dg@coop.gov.bd

নিবন্ধক ও মহাপরিচালক
সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা

মুখবন্ধ

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠিকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য সমবায়ের বিকল্প নেই। দরিদ্র জনগোষ্ঠির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একীভূত করে সমবায় আন্দোলন অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করেছে। সমবায় অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ৮২ হাজার সমবায় সংগঠন রয়েছে। সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাসে এ সমবায় সমিতিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১ কোটি ২৪ লক্ষ। সমবায়গুলোর বর্তমান কার্যকরী মূলধন ২৯,৪০৮ কোটি টাকা, মোট সম্পদ ১৩,২১০ কোটি টাকা এবং সমবায়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১১,৩৭,৮৯৬ জনের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

অর্থনীতির সকল খাতেই আজ সমবায় কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। জাতি গঠনমূলক সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রম এ দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যে অবদান রাখছে তার একটি চিত্র তুলে ধরার জন্য প্রতি বছর সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়ে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

প্রতিবেদনটিতে দেশব্যাপী সংগঠিত সমবায় সমিতিগুলোর সংখ্যা, ব্যক্তি সদস্য, শেয়ার মূলধন, সঞ্চয় আমানত, গঠিত অন্যান্য তহবিল, গৃহীত ও দাদনকৃত ঋণ, আদায়কৃত ও পরিশোধিত ঋণ, লভ্যাংশ বিতরণ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নে সমবায় অধিদপ্তরের ভূমিকা ও অন্যান্য কার্যক্রমের বাস্তবায়নের চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। এ সকল তথ্য উপজেলা ও জেলা সমবায় দপ্তরের মাধ্যমে সমবায় সমিতিসমূহ থেকে সংগ্রহ করে চূড়ান্তভাবে সংকলিত করা হয়েছে।

প্রতিবেদনটি সরকারি নীতিনির্ধারক, গবেষক, সমবায় আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষানুরাগীসহ সকল মহলের জন্য সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ প্রণয়নের জন্য তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। প্রতিবেদনটির মানোন্নয়নে সকলের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

মোঃ শরিফুল ইসলাম

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নম্বর

		প্রারম্ভিকা	
		গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান	
১ম অধ্যায়	**১.**	**সমবায় অধিদপ্তর**	
	১.১	রূপকল্প	
	১.২	অভিলক্ষ্য	
	১.৩	কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ	
	১.৪	কার্যাবলি	
	১.৫	সমবায় অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো	
	১.৬	সমবায় অধিদপ্তরের লক্ষ্য এবং দায়িত্ব	
	১.৭	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	
	১.৮	সমবায় দিবস	
	১.৯	সমবায় সমিতি সংক্রান্ত তথ্য	
	১.১০	সমবায় প্রশিক্ষণ	
	১.১১	প্রচার ও প্রকাশনা কার্যক্রম	
	১.১২	সমবায় অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	
	১.১৩	সমবায় সমিতি গঠন করবেন কিভাবে	
	১.১৪	সমবায় সমিতি নিবন্ধন প্রক্রিয়া	
	১.১৫	সমবায় সমিতির উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী ও সেবার পরিমাণ ও মূল্য	
	১.১৬	সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো	
২য় অধ্যায়	**২**	**সমবায় খাতের অগ্রগতি**	
	২.১	সমিতির সংখ্যা	
	২.২	সমিতির সদস্য সংখ্যা	
	২.৩	শেয়ার মূলধন	
	২.৪	সঞ্চয় আমানত	
	২.৫	সংরক্ষিত তহবিল	
	২.৬	কার্যকরী মূলধন	
	২.৭	বিনিয়োগ	
	২.৮	ঋণ বিতরণ	
	২.৯	ঋণ আদায়	
	২.১০	অডিট ফি আদায়	
	২.১১	লভ্যাংশ বিতরণ	
৩য় অধ্যায়	৩.	**জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২২ প্রাপ্তির তালিকা ও সমবায়ীর তথ্যাদি**	
	৩.১	অগ্রণী সেচ প্রকল্প পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লি.	
	৩.২	মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.	
	৩.৩	মধুপুর পৌরসভা প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লি.	
	৩.৪	প্রেরণা মহিলা সমবায় সমিতি লি.	
	৩.৫	অন্বেষা বহুমুখী সমবায় সমিতি লি.	
	৩.৬	খড়িঞ্চা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি.	
	৩.৭	আনোয়ারা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লি.	
	৩.৮	মহিপুর সমবায় ঋণদান ও সর্বোন্নতি বিধায়ক সমিতি লি.	
	৩.৯	ষোলআনা ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লি.	
	৩.১০	ইস্টার্ন রিফাইনারী এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি.	

৪র্থ অধ্যায়	**৪.**	**সমবায় অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম**	
	৪.১	বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি	
	৪.২	আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউট	
	৪.৩	ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ	
৫ম অধ্যায়	**৫.**	**পরিশিষ্ট**	
		পরিশিষ্ট – ১: জেলাভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের সংখ্যা ও সদস্য সংখ্যা	
		পরিশিষ্ট – ২: জেলাভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের মূলধন	
		পরিশিষ্ট – ৩: জেলাভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের কর্মসংস্থান	
		পরিশিষ্ট – ৪: জেলাভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের ঋণ বিতরণ ও আদায়	
		পরিশিষ্ট – ৫: জেলাভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের প্রাপ্ত ও পরিশোধকৃত ঋণ	
		পরিশিষ্ট – ৬: জেলাভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের সঞ্চয় আমানত	
		পরিশিষ্ট – ৭: জেলাভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের আয়-ব্যয় ও লাভ ক্ষতি	
		পরিশিষ্ট – ৮: জেলাভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের বিনিয়োগ	
		পরিশিষ্ট – ৯: জেলাভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের সম্পদ	
		পরিশিষ্ট -১০: জেলাভিত্তিক অকার্যকর সমবায় সমিতিসমূহের সংখ্যা	
		পরিশিষ্ট -১১: জেলাভিত্তিক অবসায়নে ন্যস্ত ও নিরীক্ষাকৃত সমবায় সমিতিসমূহের তথ্য	
		পরিশিষ্ট- ১২: জেলাভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের অডিট ফি	
		পরিশিষ্ট -১৩: জাতীয় সমবায় সমিতিসমূহের অডিট ফি	
		পরিশিষ্ট -১৪: শ্রেণিভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের সংখ্যা ও সদস্য সংখ্যা	
		পরিশিষ্ট -১৫: শ্রেণিভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের মূলধন	
		পরিশিষ্ট -১৬: শ্রেণিভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের কর্মসংস্থান, লাভ-ক্ষতি ও লভ্যাংশ বিতরণ	
		পরিশিষ্ট -১৭: শ্রেণিভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের ঋণ বিতরণ ও আদায়	
		পরিশিষ্ট -১৮: শ্রেণিভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের প্রাপ্ত ও পরিশোধকৃত ঋণ	
		পরিশিষ্ট -১৯: শ্রেণিভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের সঞ্চয় আমানত	
		পরিশিষ্ট -২০: শ্রেণিভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের আয়-ব্যয়	
		পরিশিষ্ট -২১: শ্রেণিভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের বিনিয়োগ	
		পরিশিষ্ট -২২: শ্রেণিভিত্তিক অবসায়নে ন্যস্ত ও নিরীক্ষাকৃত সমবায় সমিতিসমূহের তথ্য	
		পরিশিষ্ট -২৩: শ্রেণিভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের সম্পদ	
		পরিশিষ্ট -২৪: শ্রেণিভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহের সদস্য সংখ্যা	
		পরিশিষ্ট -২৫: দেশব্যাপি সমবায় সমিতিসমূহের সংখ্যা ও সদস্য সংখ্যা	
		পরিশিষ্ট -২৬: দেশব্যাপি সমবায় সমিতিসমূহের মূলধন	
		পরিশিষ্ট - ২৭: দেশব্যাপি সমবায় সমিতিসমূহের কর্মসংস্থান, লাভক্ষতি ও লভ্যাংশ বিতরণ	
		পরিশিষ্ট - ২৮: দেশব্যাপি সমবায় সমিতিসমূহের ঋণ বিতরণ ও আদায়	
		পরিশিষ্ট - ২৯: দেশব্যাপি সমবায় সমিতিসমূহের প্রাপ্ত ও পরিশোধকৃত ঋণ	
		পরিশিষ্ট -৩০: দেশব্যাপি সমবায় সমিতিসমূহের সঞ্চয় ও আমানত	
		পরিশিষ্ট -৩১: দেশব্যাপি সমবায় সমিতিসমূহের আয়-ব্যয়	
		পরিশিষ্ট -৩২: দেশব্যাপি সমবায় সমিতিসমূহের বিনিয়োগ	
		পরিশিষ্ট -৩৩: দেশব্যাপি অবসায়নে ন্যস্ত ও নিরীক্ষাকৃত সমবায় সমিতিসমূহের তথ্য	
		পরিশিষ্ট -৩৪: দেশব্যাপি সমবায় সমিতির অডিট ফি	
		পরিশিষ্ট -৩৫: দেশব্যাপি সমবায় সমিতিসমূহের সম্পদ	
		পরিশিষ্ট -৩৬: সমবায় অধিদপ্তরের জনবল	
		পরিশিষ্ট -৩৭: ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত সমবায় সমিতির তথ্যাদি	

প্রারম্ভিকা

বাংলাদেশে কৃষি নির্ভর অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার জন্য এ দেশে সমবায় আন্দোলনের সূচনা হয়। সমবায়ের মাধ্যমে মানুষ তাদের নিজ নিজ পুঁজি, উপকরণ, শ্রম, প্রযুক্তি এবং উদ্যোগ একত্রিত করে নিজেদের আর্থ-সমাজিক অবস্থার উন্নয়ন, মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে পৌছাতে পারে। সমবায়ের ভিত্তি হলো পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, ভালবাসা, একতা এবং সহযোগিতা। সমবায়ের মাধ্যমে সদস্যদের স্বল্প স্বল্প পুঁজি একত্রিত হয়ে যে বিপুল অংকের পুঁজি তৈরী হয় তা হতে পারে মানুষের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার চাবিকাঠি। সরকারী ঋণদান সংস্থা, ব্যাংক বা অন্য কোন অর্থ লগ্নী প্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণদানে পিছপা হয়। এই হতাশাজনক ও অমর্যাদাকর অবস্থা হতে উদ্ধার পেতে এবং আত্ম-বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে স্বচ্ছল অবস্থায় ফিরে আসতে একমাত্র সহায়ক ও পরীক্ষিত পদ্ধতি হলো সমবায়। তাই আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের জনগোষ্ঠীকে দারিদ্রতা থেকে মুক্তি ও স্বর্নিভর করে গড়ে তোলার জন্য সমবায়ের পথ ধরেই এগোতে হবে। বর্তমানে অর্থনীতির প্রায় সকল শাখায় সমবায় তার কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। কৃষির পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসা, পরবিহন, পর্যটন, কুটিরশিল্প, আবাসন, মৎস্য, দুগ্ধ, সঞ্চয়-ঋণদান, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন, পানি ব্যবস্থাপনা, তাঁত শিল্প ইত্যাদি খাতে সমবায় পদ্ধতির বিস্তার ঘটেছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ, দ্রব্য মূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন, প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন বিশেষত নারী উন্নয়নের মাধ্যমে সোনার বাংলা গড়ার ক্ষেত্রে সমবায় আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

বর্তমানে দেশে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৮২,০৭১টি যার ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,২৪,৩০,৮৫৮ জন। এ সকল সমবায় সমিতির বেশির ভাগই ক্ষুদ্র আয়ের জনগোষ্ঠীর মাঝে ঋণ সুবিধা প্রদান করে দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অন্যদিকে কৃষিজাত শিল্পায়ন ও মৎস্যখাতের পাশাপাশি দুগ্ধখাতে সমবায়ের কার্যক্রমের বিস্তৃতি ঘটছে। দেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সুফলভোগীদের সমন্বয়ে দেশজুড়ে গড়ে উঠেছে ১৪৫৮টি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিগুলো শক্তিশালীকরণে কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তর সহযোগী সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে আশ্রয়হীন ও ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে ভূমি ও বাসস্থান বরাদ্দ করে দেশের জনশক্তির মূলধারায় সংযুক্ত করার প্রয়াসে গড়ে উঠছে ৩৩৬০টি আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি। আশ্রয়ণ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান অঙ্গ ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম যা সমবায় অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে এবং নিরাপদ আবাসন স্থাপনের লক্ষ্যে গড়ে উঠছে ২৩১টি গৃহায়ন সমবায় সমিতি। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গ্রামের সকল মানুষকে একত্রিত করে গ্রামের অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনাগুলোকে উন্মোচন করে স্থানীয় সম্পদ সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। পরিবহন খাতে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতিগুলো পরিবহনসেবা প্রদানসহ দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। টেকসই পরিবেশ গড়তে সমবায়ের মাধ্যমে সামাজিক বনায়নকে জনপ্রিয় করে তোলা হয়েছে।

দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তরের আওতাধীন বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে সমবায়ীদের এবং সমবায় অধিদপ্তরের কর্মচারীবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার আলোকে নতুন নতুন সমবায় সমিতি নিবন্ধন, নিবন্ধিত সমবায় সমিতিসমূহের পরিচর্যা, সমবায় সমিতির হিসাব নিরীক্ষণ, সমবায় সমিতির নির্বাচন, বিরোধ নিষ্পত্তি ইত্যাদি।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায় খাতের ভূমিকা

(১) কৃষি সমবায়

স্বাধীনতার পর এদেশের কৃষিখাত উন্নয়নে কৃষি সমবায় সমিতির অবদান উল্লেখযোগ্য। দারিদ্র্য পীড়িত, অশিক্ষিত এবং অনভিজ্ঞ কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে উন্নত বীজ, সার ও সেচ পদ্ধতি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমবায়ের অবদান অসামান্য। যার ফলশ্রুতিতে ৮০'র দশকের মাঝামাঝি এদেশে সবুজ বিপ্লব সূচিত হয়। কৃষি সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহ হচ্ছে - কৃষি/কৃষক সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি, ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় এসোসিয়েশন ও প্রাথমিক ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক। বর্তমানে এ ধরনের মোট সমিতির সংখ্যা ৬০,৯৫২ টি। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি: কর্তৃক এ সকল কৃষি সমবায় সমিতিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

বর্তমান বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি খাতের সমবায়ীদের ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালে ইস্ট পাকিস্তান প্রভিনসিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পরে উক্ত ব্যাংকটিকে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. হিসেবে নামকরণ করা হয় এবং ইহা একটি জাতীয় সমবায় সমিতি। বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক প্রধানতঃ কৃষি সমবায় সমিতির জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, সদস্যদের ও অসদস্য সকলের কাছ থেকে সকল প্রকার আমানত গ্রহণ এবং আমানতের উপর বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের সমপরিমাণ হারে সুদ প্রদান করে থাকে। সদস্যভুক্ত কেন্দ্রীয়

সমবায় ব্যাংক, কেন্দ্রীয় আঁখচাষী সমবায় সমিতি, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ও সমবায় জমি বন্ধকী ব্যাংক সমূহের মাধ্যমে এ ব্যাংকটির কৃষি ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৩৯৭, শেয়ার মূলধন ৭৫৫.০৮ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানত ৭১৭.১৫ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ৩০৩৩৮.৪৯ লক্ষ টাকা। সমিতিটি এ বছর ১৪.৯৮ লক্ষ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করেছে এবং সমিতির মোট সম্পদের পরিমাণ ১৮৭.৬৯ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লি. ঋণ বিতরণ করেছে ৪৪৩৬.৯৮ লক্ষ টাকা এবং ঋণ আদায় করেছে ৩৬৮২.৫৮ লক্ষ টাকা।

(২) **বাজারজাতকরণ সমবায়**

কেন্দ্রীয় বহুমুখী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় বিক্রয় ও সরবরাহ সমবায় সমিতি, প্রাথমিক ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি ইত্যাদি বাজারজাতকরণ সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্ত। বর্তমানে দেশে এ ধরনের মোট সমিতির সংখ্যা ৪৮১টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ২৯,৫১০ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৪৮২.০৫ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১১২০.৫৭ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ২৭১.৮৯ লক্ষ টাকা এবং নীট লাভের পরিমাণ ১১৯.৩২ লক্ষ টাকা।

বাংলাদেশ সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি লি. কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য প্রদান ও পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের মধ্য দিয়ে সদস্য সমিতিসমূহকে সমৃদ্ধশালী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় মার্কেটিং সোসাইটি লি. তার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৪৭ টি, শেয়ার মূলধন ৪৭.০৩ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ৪৭.৭৪ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ০.৪০ লক্ষ টাকা ।

(৩) **শিল্প সমবায়**

কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক তাঁতী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় সুতা পাকানো সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় হস্ত শিল্প সমবায় ফেডারেশন ও প্রাথমিক মৃৎ শিল্প সমবায় সমিতি ইত্যাদি শিল্প সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্ত। বর্তমানে দেশে এ প্রকারের মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা ৯১৫টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,৩৬,১০১ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৩১০.৯৬ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১১২৭.০৩ লক্ষ টাকা। এছাড়াও ০৪(চার) টি জাতীয় সমবায় সমিতি (বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় শিল্প সমিতি লিমিটেড, বাংলাদেশ সমবায় শিল্প সংস্থা লিমিটেড, দি ইস্টার্ন কো-অপারেটিভ জুট সোসাইটি লিমিটেড, সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস্ লিমিটেড) এ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।

(ক) **বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় শিল্প সমিতি লি.** সমবায়ী তাঁতীদের জন্য বিদেশ থেকে সুতা, রং, রাসায়নিক দ্রব্য ও তাঁতের খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানীসহ তাঁতীদের ঋণ প্রকল্প ও স্থানীয় মিলের সুতা বিতরণ করাসহ বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৫৪ সালে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় শিল্প সমিতি লি. প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫২টি। সমিতির শেয়ার মূলধন ৪২.৮১ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ১৭১.৮৩ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ০.০৬ লক্ষ টাকা।

(খ) **বাংলাদেশ সমবায় শিল্প সংস্থা লি.** পাট চাষীদের পাটের ন্যায্যমূল্য প্রদানকল্পে একটি পূর্ণাঙ্গ পাটকল স্থাপন করার উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশ সমবায় শিল্প সংস্থা লি. একটি জাতীয় সমবায় সমিতি হিসাবে ১৯৪৯ সালের ১৫ ডিসেম্বর নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩৩৬টি। সমিতির শেয়ার মূলধন ৪.৭৩ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ২৯০.৩৩ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৬.১৫ লক্ষ টাকা ।

(গ) **দি ইস্টার্ন কো-অপারেটিভ জুট সোসাইটি লি.** পাট উৎপাদনকারীদের অধিক পাট উৎপাদনের উৎসাহ প্রদান, পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণের মাধ্যমে উৎপাদনকারীদের ন্যায্যমূল্য প্রদান, পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারী শ্রমিকদের জন্য সমবায় পাটকল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় দি ইস্টার্ন কো-অপারেটিভ জুট মিলস্ লি.। পরবর্তীতে বিগত ১৭/০৫/০৬ খ্রি. তারিখে এর নাম আংশিক সংশোধনপূর্বক দি ইষ্টার্ন কো-অপারেটিভ জুট সোসাইটি লি. নামে নামকরণ করা হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৮৭৫ টি। সমিতির শেয়ার মূলধন ২২.৫২ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ৫.৫৬ লক্ষ টাকা ।

(ঘ) **সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস্ লি.** তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান আমলে কতিপয় তন্তুবায় বহুমুখী সমবায় সমিতি এবং কিছু ব্যক্তি সদস্যদের সমন্বয়ে তাঁতীদের প্রস্তুতকৃত কাপড় আধুনিক পদ্ধতিতে ডাইং ও ক্যালেন্ডার করার প্রয়াসে এক বা একাধিক ক্যালেন্ডারিং ফ্যাক্টরী করার জন্য ১৯৫১ সালের ১০ জুন তারিখে ইস্ট পাকিস্তানে কো-অপারেটিভ কটন স্পিনিং মিলস্ লি. নামে সমিতিটি নিবন্ধিত হয়। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭২ সালের ২৭ মার্চ উপ-আইন সংশোধনের মাধ্যমে সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস্ লি. নামে পুনরায় নামকরণ করা হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১,৩৬০টি, শেয়ার মূলধন ৪.১৩ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ৬৪.০১ লক্ষ টাকা।

(৪) **মৎস্য সমবায়**

দেশের পশ্চাৎপদ ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবিকার উন্নয়ন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে সমবায় অধিদপ্তর জেলে সম্প্রদায়কে সংগঠিত করে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করে থাকে। বর্তমানে দেশের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্য। প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ও বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী

সমবায় সমিতি লি. এর অর্ন্তভুক্ত। বর্তমানে কেন্দ্রীয় ও প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমিতির সর্বমোট সংখ্যা ৯,৭৩৯টি (প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা ৯,৬৬৬টি, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির সংখ্যা ৭৩টি), ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৩,৬৫,৭২৬ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ২৭২৫.৮ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৮১৯৭.৭৩ লক্ষ টাকা এবং নীট লাভের পরিমাণ ২৩৩৯.৬২ লক্ষ টাকা। এছাড়াও **বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি.** নামে জাতীয় সমবায় সমিতি এ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড

বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি. সমবায় আইনে নিবন্ধিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর এক বৃহত্তর অংশ মৎস্যজীবী। মাছ হচ্ছে দেশের আপামর জনসাধারণের প্রোটিন চাহিদা মিটানোর প্রধান উৎস এবং দেশের অর্থনীতিতে ইহার এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, মৎস্য ধরার সরঞ্জাম ক্রয় ও ন্যায্যমূল্যে সদস্যদের মাঝে বিতরণ, সদস্যদের কল্যাণে মৎস্য শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং জলমহল ইজারা গ্রহণ করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৬৪ সালের ১২ মার্চ দেশের মৎস্যজীবী সমবায়সমূহের শীর্ষ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ জাতীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি. প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৯১টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, শেয়ার মূলধন ১৩.৬৬ লক্ষ টাকা, সংরক্ষিত তহবিল ২০৫.৮৬ লক্ষ টাকা এবং সঞ্চয় আমানত ৪৪.১৭ লক্ষ টাকা। মোট সম্পদের পরিমাণ ৮৯০.০৯ লক্ষ টাকা।

(৫) **মহিলা সমবায়**

নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে মহিলাদের অগ্রগতি, উন্নয়ন এবং তাদের সকল স্বার্থরক্ষার জন্য গঠিত হয়েছে মহিলা সমবায় সমিতি। জাতীয় মহিলা সমবায় সমিতি, প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, কেন্দ্রীয় মহিলা সমবায় সমিতি, প্রাথমিক মহিলা সমবায় সমিতি এবং প্রাথমিক বিআরডিবিভুক্ত মহিলা সমবায় সমিতিসমূহ এর অন্তর্ভূক্ত। বর্তমানে সর্বমোট ২৭,৬৭৯টি মহিলা সমবায় সমিতি রয়েছে, ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১০,১৮,০২৩ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ২৯৯.৫৮ কোটি টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ২৭২.২৮ কোটি টাকা, নীট লাভের পরিমাণ ৩১৫.৯৪ লক্ষ টাকা এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৯০৬.৮৯ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সমবায় সমিতি লি. নারী সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সদস্যভূক্ত মহিলা সমবায় সমিতির সদস্যদের বিভিন্ন প্রকার হস্তজাত পণ্য উৎপাদন, সেলাই, এমব্রয়ডারি ইত্যাদি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা সমবায় সমিতি লি. ১৯৭৭ সালের মে মাসে নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩৯টি কেন্দ্রীয় মহিলা সমিতি, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ হচ্ছে ০.০৯ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ০.১০ লক্ষ টাকা। মোট সম্পদের পরিমাণ ৪১৮.১৬ লক্ষ টাকা।

(৬) **পরিবহন সমবায়**

পরিবহন খাতের সাথে সম্পৃক্ত কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতিসমূহ হচ্ছে কেন্দ্রীয় ট্রাক চালক সমবায় সমিতি ও কেন্দ্রীয় মেক্সি চালক সমবায় সমিতি। প্রাথমিক সমবায় সমিতি যেমন প্রাথমিক অটোরিক্সা, অটোটেম্পো, টেক্সিক্যাব, মটর, ট্রাক ও ট্যাংক/লরী চালক সমবায় সমিতি এবং প্রাথমিক মটর মালিক ও শ্রমিক সমবায় সমিতি ইত্যাদি এর অন্তর্ভূক্ত। বর্তমানে এ শ্রেণির প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় সর্বমোট সমিতির সংখ্যা ১৩৫৪টি, ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১,৩৮,৭৩৬ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৮২৮.৪৬ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৬৫০৬.০১৭৭৬২.৬৯ লক্ষ টাকা এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ১৪২.৩৩ কোটি টাকা। ।

(৭) **গৃহায়ন সমবায়**

ঢাকাসহ বড় বড় শহরের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে আবাসিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সমবায় ভিত্তিক গৃহনির্মাণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ফলে সারা দেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গৃহ নির্মাণ সমবায় সমিতি গড়ে উঠেছে। প্রাথমিক গৃহ নির্মাণ সমবায় সমিতি এবং প্রাথমিক ফ্ল্যাট/এপার্টমেন্ট মালিক সমবায় সমিতি এর অন্তর্ভূক্ত। বর্তমানে এ শ্রেণির সমিতির সংখ্যা ২৩৪টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৩৬,৮৯৪ জন, শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৪০৬১.৭১ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১১৯৪৩.৮০ লক্ষ টাকা এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ২১৯২২.১৫ লক্ষ টাকা।

(৮) **দুগ্ধ সমবায়**

দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি ক্ষুদ্র, প্রান্তিক এবং হতদরিদ্র কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে অবিস্মরণীয় অবদান রাখছে। প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতি এবং বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লি. ব্রান্ড নাম **মিল্কভিটা** নামে একটি জাতীয় সমিতি এ খাতের নেতৃত্ব প্রদান করছে। বর্তমানে প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতির সংখ্যা ২,১৫৫টি, ব্যক্তি সদস্য ৯৬,৩১২ জন, শেয়ার মূলধন ৭৬৯.২২ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানত ১৫৫৪.৮৮ লক্ষ টাকা এবং নীট লাভের পরিমাণ ৬৪৮.৪৯ লক্ষ টাকা এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ১৪৩৮৪.৮৮ লক্ষ টাকা।

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার 'সমবায় দুগ্ধ প্রকল্প' নামে একটি শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে এই প্রকল্পের নাম **'বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড'** নামে নামকরণ করা হয়। উল্লেখ্য এই সমিতি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের ব্র্যান্ড নাম **'মিল্কভিটা'**। বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড গ্রামীণ সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন, সংগ্রহ, দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সরাসরি অবদান রেখে চলেছে। মিল্কভিটা তরল দুধের পাশাপাশি গুড়া দুধ, ঘি, মাখন,আইসক্রীম, মিষ্টি দই, টক দই, ক্রিম, চকোলেট, লাবাং,মাঠা, রসগোল্লা, সন্দেশ ইত্যাদি দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন ও বিপণন করছে। বর্তমানে বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড এর সদস্য সংখ্যা ৮৬টি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে মিল্কভিটা প্রায় ৩.২৬ কোটি লিটার দুগ্ধ সংগ্রহ করেছে। ফলে সমবায়ী দুগ্ধ খামারীগণ আর্থিকভাবে উপকৃত হয়েছে।

৯) বীমা সমবায়

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লি. এবং বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স সোসাইটি লি. নামে দুটি জাতীয় সমবায় সমিতি এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত।

ক) **বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লি.**- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আশির দশকের মাঝামাঝি সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে বীমা ব্যবস্থা পরিচালনা করার অনুমতি প্রদান করার পরিপ্রেক্ষিতে সমবায়ীদের সৃজনশীল চিন্তাভাবনা প্রসূত নিরলস প্রচেষ্টায় সমন্বিত কার্যকর সহযোগিতার ভিত্তিতে ১৯৮৪ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখে 'বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লি.' প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ৫০১ টি, শেয়ার মূলধন ৯৮.৪৭ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ২৬৮.৮৯ লক্ষ টাকা ।

খ) **বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স সোসাইটি লি.-** 'সমবায় সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে 'বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স' নামে এ সমিতিটি নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা ৬০৫ টি, শেয়ার মূলধন ৮.৫৬ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ৪.৩১ লক্ষ টাকা । ।

(১০) সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায়

প্রাথমিক সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি, প্রাথমিক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন এবং প্রাথমিক কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সমবায় সমিতি ইত্যাদি সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত। বর্তমানে এ ধরনের সমিতির সংখ্যা ৯,৬১৭টি এবং ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ১৮,৫১,৭৩৯ জন, শেয়ার মূলধন ১০৩৭.২২ কোটি টাকা, সঞ্চয় আমানত ৫৫৪৫.৮০ কোটি টাকা এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৭৫২০.৫৯ কোটি টাকা। এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ লি. (কালব) নামে একটি কেন্দ্রীয় সমিতি। কালব এর সদস্য সংখ্যা ১৩৫২টি প্রাথমিক সমিতি, শেয়ার মূলধন ২৯.০৫ কোটি টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১১৫৩.২২ কোটি টাকা এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ১১৯১.২২ কোটি টাকা।

(১১) আশ্রয়ণ সমবায়

আশ্রয়ণ প্রকল্প একটি দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীভূক্ত কর্মসূচি। প্রথম পর্যায়ে আশ্রয়ণ প্রকল্প (১৯৯৭-২০০২) মেয়াদে ৩০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১৫টি প্রকল্প গ্রামের মাধ্যমে ৪৭২১০টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে (২০০২-২০১০) মেয়াদে আশ্রয়ণ (ফেইজ-২) প্রকল্প নামে ৬০৮.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৩৪টি প্রকল্প গ্রামের মাধ্যমে প্রায় ৫৮৭০৩টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়। এ পর্যন্ত (০৩) টি ফেইজে মোট ৩,১৯,১৪০টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয় তন্মধ্যে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ২,১৩,২২৭টি পরিবার পুনর্বাসন করা হয়েছে। ১৯৯৭ সাল থেকে এ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের প্রায় ২৫টি সংস্থা জড়িত। সারা দেশে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ৩৬৩৭টি আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়েছে যার সদস্য সংখ্যা ২,৩১,০৫৩ জন, শেয়ার মূলধন ৩২১.৯৩ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানত ৮৩৫.৭৮ লক্ষ টাকা এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ৭১৬৩.৪৮ লক্ষ টাকা। ।

সমবায় অধিদপ্তর আশ্রয়ণ/আশ্রয়ণ(ফেইজ-২)/আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। সমবায় অধিদপ্তর উপজেলা বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কর্তৃক নির্বাচিত ও পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের সমন্বয়ে সমবায় সমিতি গঠন ও নিবন্ধন করে যাতে তারা সমবায়ের ভিত্তিতে নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করতে পারে। মাঠ পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির মাধ্যমে পুনর্বাসিতদের মধ্যে ঋণ বিতরণ ও আদায় করা হয়ে থাকে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের তত্ত্বাবধানে উপজেলা সমবায় অফিসার পুনর্বাসিতদেরকে নিয়ে ৩ দিনের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম পরিচালনা করেন এবং স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করেন। আশ্রয়ণ সমবায় সমিতির পরিবার প্রতি ২০ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে উক্ত ঋণ ৩০ হাজার টাকায় উন্নীত করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে ৫০ হাজার পুনর্বাসিত পরিবারের অনুকূলে ঋণ বিতরণের জন্য ৫০ কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে। ঋণ আদায় ও ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রমগুলোকে ঋণ আদায়ের মাসিক অগ্রগতি, ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম

সংক্রান্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন, মনিটরিং প্রতিবেদন (ত্রৈমাসিক), অডিট অগ্রগতি প্রতিবেদন, অভিযোগ সংক্রান্ত ইত্যাদি বিষয়ে সমবায় অধিদপ্তরের পক্ষ হতে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

(১২) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি

পানি সম্পদকে পরিকল্পিতভাবে সংরক্ষণ, ব্যবহার ও ক্ষেত্র বিশেষে এর ক্ষতিকর প্রভাব হ্রাস করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন উপ-প্রকল্প এলাকায় পানি সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্মাণ করা হয়েছে ভৌত অবকাঠামো। এই অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ও দক্ষ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এলাকার সকল শ্রেণির জনগণের প্রতিনিধিত্বে গঠিত হয়েছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)। ভূ-উপরিস্থিত পানি সম্পদের উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করে থাকে। এডিবি, ইফাদ ও নেদারল্যান্ডস সরকার এতে আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। সমবায় অধিদপ্তর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিসমূহের বিধিবদ্ধ কার্যাবলি নিয়মিত তদারকি করে থাকে। জুন'২৪ পর্যন্ত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সংখ্যা ১৪৭৮টি, ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ৪,৫৫,২৬৯ জন, শেয়ার মূলধন ১৭৯৬.২৩ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় আমানত ৫৪২২.৪২ লক্ষ টাকা এবং কার্যকরী মূলধন ৯৩৯৫.৮০ লক্ষ টাকা।

সমবায় সমিতির গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান (২০২৩-২৪)

বিবরণ	জাতীয়	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট
১। সমিতির সংখ্যা	১১	১২১৭	১৮০৮৪৩	১৮২০৭১

২। ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট
	৯২৪৩১৭৬	৩১৮৭৬৮২	১২৪৩০৮৫৮

৩। সমবায় সমিতির মূলধন **(লক্ষ টাকায়)**

বিবরণ	জাতীয়	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট
ক) শেয়ার মূলধন	৫৯২৩.০৬	১৩৬৯৬.৪৪	২৫৭৯৮১.৭১	২৭৭৬০১.২১
খ) সঞ্চয় আমানত	৮৮৫.৮৯	১৫৩৭১০.০৫	১৮৫৮৮৪২.৮০	২০১৩৪৩৮.৭৪
গ) সংরক্ষিত তহবিল	৩৫৫৩৫.১৪	২৬৪৭৩.৩৫	৮৬৪১০.৪২	১৪৮৪১৮.৯১

৪। সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধন **(লক্ষ টাকায়)**

বিবরণ	জাতীয়	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট
কার্যকরী মূলধন	৭১২৩৬.০০	৩২৯৩৩৮.৮৪	২৫৪০২৩৮.০৪	২৯৪০৮১২.৮৮

৫। সমবায় সমিতির সম্পদ **(লক্ষ টাকায়)**

ভৌত সম্পদ	বিনিয়োগকৃত আর্থিক সম্পদ	মজুদ তহবিল (ব্যাংকে গচ্ছিত)	মোট
৬৭৭৫৩৬.৫৬	৩৮০৮১৯.২৭	২৬২৬৯৩.৫২	১৩২১০৪৯.৩৪

৬। সমবায় এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান **(জন)**

সমিতিসমূহের অফিসে চাকুরীরত	সমিতির নিজস্ব প্রকল্পে/ কর্মসূচীতে চাকুরীরত	সমিতির সহায়তায় সৃষ্ট সদস্যদের প্রকল্পে চাকুরীরত	সমিতির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সংখ্যা	মোট
৮৪৯৭২	৩৭৪২৯	১০৩০৯৬	৯১২৩৯৯	১১৩৭৮৯৬

৭। সমবায় প্রশিক্ষণ **(জন)**

নাম	**কোর্সের সংখ্যা**	**প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা**
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী	৮৫	২২১৫
আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট	৩২৬	৮৩১০
ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট	২০৮৩	৫২১২৫
সমবায় অধিদপ্তর (ইনহাউজ প্রশিক্ষণ)	১৮	৮৩৫
মোট	**২৫১২**	**৬৩৪৮৫**

৮। সমিতি নিবন্ধন

কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট
২	৬৭৮৭	৬৭৮৯

৯। সমিতির নিবন্ধন বাতিল

কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট

৫	১৩৫৯৮	১৩৬০৩

১০। সমিতি অডিট (কার্যকর সমিতি)

(জন)

সমিতির শ্রেণি	অডিটযোগ্য সমিতির সংখ্যা	অডিটকৃত সমিতির সংখ্যা
জাতীয় সমিতি	১১	১১
কেন্দ্রীয় সমিতি	১১৩৫	১১৩৫
প্রাথমিক সমিতি	১৩৪৬৭৪	৮১৭১০
মোট	**১৩৫৮২০**	**৮২৮৫৬**

১১। অডিট ফি, নিবন্ধন ফি, সিডিএফ আদায় (লক্ষ টাকা)

অডিট ফি আদায়	৪৭৪.৩০
নিবন্ধন ফি আদায়	৭.৮৯
সিডিএফ আদায়	৫৭৫.৮৭
নিকেতন ভাড়া	৩১.৫০

সমবায় সমিতির গুরত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান (২০২৩-২৪)

ক্র.নং	বিবরণ	জাতীয়	কেন্দ্রীয়	প্রাথমিক	মোট
১	সমিতির সংখ্যা (টি)	১১	১২১৭	১৮০৮৪৩	১৮২০৭১
২	সমিতি নিবন্ধন (টি)	০	২	৬৭৮৭	৬৭৮৯
৩	সমিতির নিবন্ধন বাতিল (টি)	০	৫	১৩৫৯৯	১৩৬০৪
৪	সদস্য সংখ্যা (জন)	০	০	১২৪৩০৮৫৮	১২৪৩০৮৫৮
৫	সদস্য অন্তর্ভূক্তি (জন)	০	০	১৩৪৮৬৪৪	১৩৪৮৬৪৪
৬	সদস্য প্রত্যাহার/বাতিল (জন)	০	০	১১৫৮২২০	১১৫৮২২০
৭	মোট কর্মসংস্থান (জন)	১৬৮২৭	১০১৬৭৫	১০১৯৩৯৪	১১৩৭৮৯৬
৮	শেয়ার মূলধন (লক্ষ টাকা)	৫৯২৩.০৬	১৩৬৯৬.৪৪	২৫৭৯৮১.৭১	২৭৭৬০১.২১
৯	সঞ্চয় আমানত (লক্ষ টাকা)	৮৮৫.৮৯	১৫৩৭১০.০৫	১৮৫৮৮৪২.৮০	২০১৩৪৩৮.৭৪
১০	কার্যকরি মূলধন (লক্ষ টাকা)	৭১২৩৬.০০	৩২৯৩৩৮.৮৪	২৫৪০২৩৮.০৪	২৯৪০৮১২.৮৮
১১	লভ্যাংশ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	১৪.৯৮	৯৪.৯১	৪৮৫৬.৫৬	৪৯৬৬.৪৫
১২	মোট সম্পদ (লক্ষ টাকা)	৩৯৮৩৪.৭৯	১৫১৯৩২.৮৫	১১২৯২৮১.৭০	১৩২১০৪৯.৩৪
১৩	সমিতির আয় (লক্ষ টাকা)	৩৭৪০২.৯৮	১৭৩৯২.৯০	১১৭৬০০.৫৯	১৭২৩৯৬.৪৭
১৪	সমিতির ব্যয় (লক্ষ টাকা)	৩৭৩৯০.৭২	১৪৬৫৬.৩৬	৯৭১৫৬.১২	১৪৯২০৩.২০
১৫	বিনিয়োগের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	৪১৫১২.৯০	৬৮২৩৭.৩১	৯১২১৬০.৫০	১০২১৯১০.৭১
১৬	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	৪৪৩৬.৯৮	৬৯২৬৬.১৭	৫৯৭২৭৫.৮১	৬৭০৯৭৮.৯৬
১৭	ঋণ আদায় (লক্ষ টাকা)	৪৪৭৩.৫৮	৪৯৮০২.১২	৪২৭৪২৫.১২	৪৮১৭০০.৮২
১৮	ঋণ গ্রহণ (লক্ষ টাকা)	১.৪৯	৬৯৮৬৪.১৭	১৪১৭১২.৫৪	২১১৫৭৮.২০
১৯	ঋণ পরিশোধ (লক্ষ টাকা)	১৯৬.১৭	৫৫৩৪৩.৬৭	১২৬০৬৩.৪১	১৮১৬০৩.২৫

সমবায় সমিতির এর গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান (২০২৩-২৪)

ক্রঃ নং	বিবরণ	সমিতির সংখ্যা (টি)	সদস্য সংখ্যা (জন)	শেয়ার মূলধন (লক্ষ টাকা)	সঞ্চয় আমানত (লক্ষ টাকা)	কার্যকরি মূলধন (লক্ষ টাকা)
১।	কৃষি সমবায় সমিতি	৬০৯৫২	২৫৪৭৯৭৯	১৫৪৯৩.০৫	৪৫৫৫৩.৬১	১৭৪৬৬৬.৯৬
২।	মৎস্য সমবায় সমিতি	৯৭৩৯	৩৬৫৭২৬	২৭২৫.৮০	৮১৯৭.৭৩	৩৪৪৬১.৫৮
৩।	মহিলা সমবায় সমিতি	২৭৬৭৯	১০১৮০২৩	২৯৯৫৮.৪১	২৭২২৭.৯৪	৯০৬৮৯.৪৬
৪।	আশ্রয়ণ সমবায় সমিতি	৩৬৩৭	২৩১০৫৩	৩২১.৯৩	৮৩৫.৭৮	৭১৬৩.৪৮
৫।	পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি	১৪৭৮	৪৫৫২৬৯	১৭৯৬.২৩	৫৪২২.৪২	৯৩৯৫.৮
৬।	সি আই জি সমবায় সমিতি	১৬২৪০	৩৯০৩৯৬	১৭০০.১০	২১৫৭.৬৭	৪১৮৫.৫৮
৭।	সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি	৯৬১৭	১৮৫১৭৩৯	১০৩৭২২.৪১	৫৫৪৫৭৯.৮৪	৭৫২০৫৮.৯
৮।	দুগ্ধ সমবায় সমিতি	২১৫৫	৯৬৩১২	৭৬৯.২২	১৫৫৪.৮৮	১৪৩৮৪.৮৮
৯।	পরিবহন সমবায় সমিতি	১৩৫৪	১৩৮৭৩৬	৮২৮.৪৬	৬৫০৬.০১	১৪২৩২.৮৭
১০	গৃহায়ন সমবায় সমিতি	২৩৪	৩৬৮৯৪	৪০৬১.৭১	১১৯৪৩.৮০	২১৯২২.১৫
১১।	বাজারজাতকরণ সমবায় সমিতি	৪৮১	২৯৫১০	৪৮২.০৫	১১২০.৫৭	১৯৪৩.৭২
১২।	শিল্প সমবায় সমিতি	৯১৫	১৩৬১০১	৩১০.৯৬	১১২৭.০৩	৩১৪৩.৫৭
১৩	বহুমুখী সমবায় সমিতি	৭৪৪২	১৯১৪৮১০	৪৮৯৫২.৫২	৩৬৫৭৪৬.৫৩	৪৪২২৫৬.৭৫
১৪	ক্ষুদ্র নৃ-ত্বাত্তিক সমবায় সমিতি	২২৯	৯২৯৪	৮৭.২৫	১৬১.৫৫	৮০৭.২৭

সমবায় অধিদপ্তর

১. সমবায় অধিদপ্তরের রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

১.১:রূপকল্প

টেকসই সমবায়, টেকসই উন্নয়ন।

১.২ অভিলক্ষ্য

সমবায়ীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষি, অকৃষি, আর্থিক ও সেবা খাতে টেকসই সমবায় গড়েতোলা।

১.৩: কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১.৩.১: সমবায় অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. উৎপাদন, আর্থিক ও সেবাখাতে টেকসই সমবায় গঠন

২. দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সমবায়ের মানোন্নয়ন

৩. মানসম্পন্ন ও নিরাপদ সমবায় পণ্য উৎপাদন ও প্রসার

৪. দরিদ্র ও অনগ্রসর মহিলাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সম্পদের অধিকার অর্জনে কার্যক্রম গ্রহণ।

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন

২. কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন

৩. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

৪. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন

৫. তথ্য অধিকার ও স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন

১.৪: কার্যাবলি

১. সমবায় নীতিতে উদ্বুদ্ধকরণ ও নিবন্ধন প্রদান।

২. সমবায় নিরীক্ষা,পরিদর্শন ও তদারকির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

৩. সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ/উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির মাধমে পেশাগত মান বৃদ্ধি করা।

৪. সমবায় সদস্যবৃন্দকে প্রায়োগিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মূলধন সৃষ্টি ও আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করা।

৫. সমবায় নেটওয়ার্কিং জোরদার করার লক্ষ্যে সমবায় মূল্যবোধের প্রচার, প্রকাশনা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা।

৬. পুঁজি গঠন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে মূলধন সৃষ্টি এবং সমবায়ভিত্তিক ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

৭. সমবায় ভিত্তিক প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

৮. সমবায় পণ্য ব্রান্ডিং ও বাজার সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা।

৯. অভিলক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় নীতিমালা, উন্নয়ন কর্মসূচি এবং উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

১.৪.১ সমবায় অধিদপ্তরের মূল কার্যক্রম

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়-

ক) বিধিবদ্ধ কার্যক্রম
খ) আধা বিচারিক কার্যক্রম
গ) উন্নয়নমূলক কার্যক্রম
ঘ) সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম

ক) বিধিবদ্ধ কার্যক্রম

- সমবায় আইন ও বিধিমালার আলোকে বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালন
- সমবায় সমিতি নিবন্ধন
- অকার্যকর সমবায় সমিতি অবসায়নে ন্যস্তকরণ
- সমবায় সমিতিসমূহের বার্ষিক নিরীক্ষা সম্পাদন
- সমিতি পরিদর্শন ও তদন্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ

খ) আধা বিচারিক কার্যক্রম

- সমবায় সমিতিতে উদ্ভুত বিরোধ নিষ্পত্তি করা

গ) উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

- সমবায় সমিতির সদস্যদের সমিতি ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নারী ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও ঋণ সুবিধা দিয়ে কর্মক্ষম করা
- অর্থায়নে সহযোগিতা
- সমবায়ের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

ঘ) সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম

- অন্যান্য দপ্তর ও সংস্থার সাথে সমবায় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন
- সভা/সেমিনার/মেলা আয়োজন
- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় ভিত্তিক জাতীয় নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা ও আদর্শ প্রচার
- সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ

১.৪.২ সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত সমবায় সমিতির তথ্য

❖ **সমবায় অধিদপ্তরের আওতাধীন সমবায় সমিতিসমূহ ৩টি স্তরে ভাগ করা যায়। যথা-**

ক. জাতীয় সমবায় সমিতি
খ. কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি
গ. প্রাথমিক সমবায় সমিতি

সমিতি গঠনের উদ্যোগ, অর্থায়ন ও সেবা প্রদানের দৃষ্টিকোণ থেকে সমবায় সমিতি দুই ধরনের:

ক. সাধারণ সমবায় সমিতি
খ. বিআরডিবি সমর্থনপুষ্ট সমবায় সমিতি

১.৫ সমবায় অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

- প্রধান কার্যালয়
- বিভাগীয় কার্যালয় - ০৮ টি
- জেলা কার্যালয় - ৬৪ টি
- উপজেলা / মেট্রো থানা কার্যালয় - ৫০২ টি
- বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি - ১টি
- আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট - ১০ টি

১.৬ সমবায় অধিদপ্তরের লক্ষ্য এবং দায়িত্ব

১. সমবায় আন্দোলনের প্রশাসনিক এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন করা।

২. নীতিমালার আলোকে প্রণীত সমবায় সমিতি আইন এবংবিধিমালার ব্যবহারিক প্রয়োগ তত্ত্বাবধান করা।

৩. সমবায় আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য সরকার এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ বা প্রস্তাবনা প্রদান করা।

৪. সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারি এবং সমবায় সমিতির সদস্য, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, বেতনভুক্ত কর্মচারিদেরকে বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমবায় নীতিমালা ও এর প্রায়োগিক বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৫. সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সাপেক্ষে, মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ,সঠিক ব্যবস্থাপনা, তহবিলের যথাযথ ব্যবহার করতঃ সমিতির স্বাভাবিক এবং আইনগত কার্যক্রম ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পরিচালনার জন্য সমবায় সমিতি সংগঠন, নিবন্ধন এবং অডিট করা।

৬. যুগের চাহিদা মোতাবেক সমিতি পরিচালনার সুবিধার্থে সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা সংশোধনের জন্য পরামর্শ প্রদান করা এবং নিবন্ধক ও মহাপরিচালক,সমবায় অধিদপ্তরের উপর অর্পিত বিধিবদ্ধ দায়িত্ব পালন এবং ক্ষমতা প্রয়োগ করা।

৭. সমবায় সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে জরিপ, গবেষণা এবং কেস স্টাডি পরিচালনা করে ফলাফল এবং প্রতিবেদন প্রকাশ করা এবং সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করা।

৮. সরকারের অনুমোদনক্রমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

৯. বাংলাদেশ ব্যাংক, কৃষি ব্যাংক, বিএডিসি ইত্যাদি সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় প্ল্যান্ট স্থাপন এবং পণ্য আমদানী-রপ্তানীর জন্য ঋণ ও যন্ত্রপাতিসমূহ এবং সমবায় সমিতির জন্য অন্যান্য দ্রব্য ও প্রয়োজনীয় সেবার ব্যবস্থা করা।

১০. সমবায়ের প্রচার, প্রকাশনা ও সম্প্রসারণমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করা

১১. দাপ্তরিক প্রশাসন পরিচালনা।

১.৭ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান

মানব সম্পদ উন্নয়নে সমবায় অধিদপ্তর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী ও ১০টি আঞ্চলিক সমবায় ইনষ্টিটিউট এর মাধ্যমে বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারি এবং সমবায়ীদের সমবায় ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (১০টি) হচ্ছে মুক্তাগাছা, ফরিদপুর, ফেনী, মৌলভীবাজার, রংপুর, নওগাঁ, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল ও নরসিংদী।

১.৮: সমবায় দিবস

আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস: জুলাই মাসের ১ম শনিবার

জাতীয় সমবায় দিবস: নভেম্বর মাসের ১ম শনিবার

১.৯ সমবায় সমিতি সংক্রান্ত তথ্য

সমিতির সংখ্যা: সমবায় অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে গঠিত সমবায় সমিতির পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগেও বিভিন্ন শ্রেণির সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়ে থাকে। প্রতি বছরেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হচ্ছে। জুন, ২০২৪ পর্যন্ত মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৮২,০৭১টি যার মধ্যে জাতীয় সমবায় সমিতি ১১টি, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি ১,২১৭টি এবং প্রাথমিক সমবায় সমিতি ১,৮০,৮৪৩টি।

সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা: উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের অংশীদারিত্ব উন্নয়নের অন্যতম নির্দেশক। সমবায় নিম্নবিত্তের সংগঠন হিসেবে আবির্ভূত হলেও বর্তমানে সকল শ্রেণির বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী সমবায়কে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি পন্থা হিসেবে বেছে নিয়েছে। সমবায় শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নই নয় পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নেও বিশেষ অবদান রেখে চলছে। বিগত দশ বছরে সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জুন, ২০২৪ পর্যন্ত সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ১,২৪,৩০,৮৫৮ জন। এর মধ্যে পুরুষ সদস্য ৯২,৪৩,১৭৬ জন এবং মহিলা সদস্য ৩১,৮৭,৬৮২ জন।

শেয়ার মূলধন: দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজির সমন্বয় ঘটিয়ে বৃহৎ মূলধন তৈরী এবং উক্ত মূলধন বিনিয়োগ করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটানোই হচ্ছে সমবায়ের লক্ষ্য অর্জনের মূল কৌশল। যার প্রধান উৎস হল সদস্যদের নিকট বিক্রিত শেয়ার। জুন, ২০২৪ পর্যন্ত সমিতির শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ২৭৭৬.০১ কোটি টাকা।

সঞ্চয় আমানত: সমবায় সমিতির মূলধন গঠনে সঞ্চয়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সদস্যরা নির্দিষ্ট হারে সমিতিতে সঞ্চয় জমা করে তা লাভজনক ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে থাকে। জুন, ২০২৪ পর্যন্ত সমিতির সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ২০১৩৪.৩৯ কোটি টাকা।

কার্যকরি মূলধন: সমবায় সমিতির শেয়ার মূলধন, সঞ্চয় আমানত ও সংরক্ষিত তহবিল সমবায় সমিতির কার্যকরি মূলধনের উল্লেখযোগ্য অংশ গঠন করে থাকে। জুন, ২০২৪ পর্যন্ত সমিতির কার্যকরি মূলধনের পরিমাণ ২৯৪০৮.১৩ কোটি টাকা ।

মোট সম্পদ: সমবায় সমিতির ভৌত সম্পদ, বিনিয়োগকৃত আর্থিক সম্পদ, মজুদ তহবিল ইত্যাদির সমষ্টিই হচ্ছে মোট সম্পদ। জুন, ২০২৪ পর্যন্ত সমিতির মোট সম্পদের পরিমাণ ১৩২১০.৪৯ কোটি টাকা।

কর্মসংস্থান: সমবায় সমিতির মাধ্যমে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সর্বমোট ১১,৩৭,৮৯৬ জন লোকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সরকারি রাজস্ব (ননট্যাক্স):

অডিট ফি, অডিট ফি ও বিবিধ রাজস্ব ফি আদায়: সমবায় অধিদপ্তর সরকারি রাজস্ব (ননট্যাক্স) আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সমবায় সমিতি নিবন্ধনের সময় নিবন্ধন ফি আদায় করা হয়। অপরদিকে সমিতির অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করার পর সমিতি হতে সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ (সংশোধন ২০২০) এর ১০৭ বিধি অনুযায়ী নির্দিষ্ট হারে অডিট ফি আদায় করা হয়। এ ছাড়াও সরকারি যানবাহন ব্যবহারের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন লাইসেন্স ফি, দরপত্র ফি ইত্যাদির মাধ্যমে নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব আদায় হয়ে থাকে। নিম্নে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সরকারি রাজস্ব (ননট্যাক্স) আয়ের তথ্য নিম্নের ছকে দেখানো হলো।

রাজস্ব আদায়ের খাতসমূহ	টাকার পরিমান (লক্ষ টাকা)
অডিট ফি	৪৭৪.৩০
নিবন্ধন ফি	৭.৮৯
সরকারী যানবাহন ফি	১.৪৫
নিকেতন ভাড়া	৩১.৫০

সমবায় উন্নয়ন তহবিল (Coperative Development Fund) আদায়: সমবায় সমিতি বিধিমালা-২০০৪ (সংশোধন ২০২০) এর ৮৪(২) বিধি অনুযায়ী প্রত্যেক সমবায় সমিতি প্রতি সমবায় বর্ষে নীট মুনাফা হতে ৩% অর্থ সমবায় উন্নয়ন তহবিলের অনুকূলে জমা করার মাধ্যমে উক্ত তহবিল গঠিত হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সমবায় অধিদপ্তর ৫৭৫.৮৭ লক্ষ টাকা সমবায় উন্নয়ন তহবিল (সিডিএফ) আদায় করা হয়েছে।

সমবায় সমিতির অডিট: সমবায় অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান কাজ হল নিবন্ধিত সমবায় সমিতির হিসাব ও কার্যক্রম অডিট করা হয়। এ অডিট কার্যক্রমের মাধ্যমে সমবায় সমিতির কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে সমিতি অডিটের তথ্য নিম্নের ছকে দেখানো হলো।

সমিতির স্তর	অডিটযোগ্য সমিতির সংখ্যা	অডিটকৃত সমিতির সংখ্যা	অগ্রগতির হার (%)
জাতীয়	১১	১১	১০০
কেন্দ্রীয়	১১৩৫	১১৩৫	১০০
প্রাথমিক	১৩৪৬৭৪	৮১৭১০	৬১
মোট	**১৩৫৮২০**	**৮২৮৫৬**	**৬১**

১.১০ সমবায় প্রশিক্ষণ

প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ:

সমবায় অধিদপ্তরের মুখ্য কাজ হচ্ছে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও তৃণমূল জনগণকে সংগঠিত করে উন্নয়নের মূলস্রোতে নিয়ে আসা। বিগত সময়ে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ী কুমিল্লা ও এর অধিভুক্ত ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে সমবায়ীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে আয়বর্ধনমূলক (IGA) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ অগ্রগতি নিম্নরূপ:

প্রতিষ্ঠানসমূহ	কোর্সেরসংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীরসংখ্যা
বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি	৮৫	২২১৫
আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট	৩২৬	৮৩১০
মোট	**৪১১**	**১০৫২৫**

ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ

সমবায় সমিতির কার্যক্রমে আইনানুগ নিয়ন্ত্রণ ও সমবায়ীদের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে গতিবৃদ্ধির জন্য সমবায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও আঞ্চলিক সমবায় ইন্সটিটিউটের পাশাপাশি প্রতিটি জেলা সমবায় দপ্তরে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট রয়েছে। উক্ত ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক চহিদানুযায়ী তৃণমূল পর্যায়ে সমবায় ব্যবস্থাপনা, হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশু-পালন, বৃক্ষরোপণ, স্যানিটেশন প্রভৃতি আয়বর্ধক ও আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক বিষয়সহ জাতীয় কর্মসূচীর আওতাভূক্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের অগ্রগতি চিত্র নিম্নরুপ:

ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের অগ্রগতি

অর্জনের খাতসমূহ	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ	২০৮৩	৫২১২৫

ইন হাউজ প্রশিক্ষণ: বর্তমান অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তরে ১৮টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৮৩৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সেমিনার/ওয়ার্কশপ: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশের অভ্যন্তরে ১৮টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয় এবং অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা ছিল ৮৬৯ জন।

১.১১ প্রচার ও প্রকাশনা কার্যক্রম

- ❖ সমবায়ের কার্যক্রম প্রচার ;
- ❖ সমবায় পত্রিকা ও সাময়িকী প্রকাশ: মাসিক সমবায়, কো-অপারেশন, নিউজ লেটার ;
- ❖ সমবায় অধিদপ্তরের অন্যান্য প্রকাশনা যেমন- বার্ষিক প্রতিবেদন, পরিসংখ্যান, বুকলেট পোস্টার ইত্যাদি ;
- ❖ বিভিন্ন সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন ;
- ❖ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস উদযাপন ;
- ❖ জাতীয় সমবায় পুরস্কার সংক্রান্ত কার্যক্রম ;
- ❖ রেডিও ও টেলিভিশন সহ অন্যান্য গণ মাধ্যমের সাথেযোগাযোগ ও প্রচার সংক্রান্ত কাজ ;

- ❖ সমবায় সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রদর্শনী যেমন- ডকুমেন্টারী প্রদর্শন, মেলা ইত্যাদির আয়োজন করা ;
- ❖ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা, বইপত্র, সাময়িকী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ;
- ❖ সমবায় কার্যক্রম এর প্রচার সংক্রান্ত ফটোগ্রাফিক কার্যক্রম;

১.১২. ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে সমবায় অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১.১২.৩ ৫২তম জাতীয় সমবায় দিবস পালন

৪ নভেম্বর ২০২৩ খ্রি. তারিখে ৫২তম জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান মাল্টিপারপাস হল, সমবায় অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মুনিমা হাফিজ। অনুষ্ঠান শেষে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২২ বিতরণ করা হয়। সমবায়ের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতি বছর ১০টি শ্রেণিতে সমবায় সমিতি/সমবায়ীকে জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান করা হয়। মাননীয় অতিথিবৃন্দ পুরস্কার প্রাপ্ত সমবায়ী এবং সমবায় সমিতির প্রতিনিধির নিকট পদক ও সনদ তুলে দেন। পুরস্কার হিসেবে ১৮ ক্যারেট মানের ১০ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণ পদক এবং সনদপত্র প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

১.১২.৫ অমর একুশে বইমেলা-২০২৪ এ সমবায় অধিদপ্তরের বইয়ের স্টল

১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের চেতনায় অমর একুশে বইমেলা ২০২৪ শুরু হয়। দেশের সমবায়ীদের উৎপাদিত পণ্য ব্রান্ডিং এবং বিক্রি/প্রচারের জন্য সমবায় অধিদপ্তর মেলায় অংশগ্রহণ করেছে। মেলায় স্টল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব মোসাম্মৎ হামিদা বেগম, সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মোঃ শরিফুল ইসলাম এবং সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্নস্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ। মেলাতে সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন বই, পত্রিকা, বার্ষিক ও ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যান প্রতিবেদন প্রদর্শন করা হয়।

১.১২.৬ শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মোঃ শরিফুল ইসলাম এর নেতৃত্বে জাতীয় শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। সমবায় অধিদপ্তরের অতিরিক্ত নিবন্ধক, যুগ্ম নিবন্ধক, উপনিবন্ধক এবং বিভিন্ন স্তরের কর্মচারিগনও উক্ত পুষ্পস্তবক অর্পণে উপস্থিত ছিলেন।

১.১২.৯ সমবায় অধিদপ্তর এর বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (২০২৩-২৪)

সমবায়কে উন্নয়নমুখী ও টেকসই করার জন্য সমবায় অধিদপ্তর তার চলমান কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ভিত্তি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে বিগত তিন বৎসরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এর মধ্যে উদ্ভাবনী চর্চার মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ, নতুন নতুন উৎপাদনমুখী সমবায় সংগঠন তৈরি, সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর অধিকতর সংশোধনের জন্য খসড়া আইন এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা (সংশোধিত-২০২০) উল্লেখযোগ্য। বিগত তিন অর্থবছরে মোট ১২ হাজার ৩০টি নতুন সমবায় সমিতি গঠন করা হয়েছে। প্রায় ২১ লক্ষ ৫১ হাজার নতুন জনগোষ্ঠীকে সমবায় সংগঠনের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা, টেকসই সমবায় গঠনের নিমিত্ত ২১ হাজার ৪৭৫ জন ব্যক্তিকে সমবায় ব্যবস্থাপনা ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ এবং প্রায় ৯০ হাজার জনকে উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের ২টি দুগ্ধ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সমবায় সমিতির মোট সম্পদের পরিমাণগত ৬৭৭৭ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মোট ৯৩৯৯ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকায় পৌঁছেছে। সমবায় সমিতিগুলোর পুঁজি বিনিয়োগ ও প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ ৯৮ হাজার জনের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং নিরীক্ষা ফি বাবদ ১০ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা এবং নিবন্ধন ফি বাবদ ৪৬ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহঃ

একটি উন্নয়নশীল দেশের প্রেক্ষাপটে সমবায় অধিদপ্তরের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ বহুবিধ। নানা শ্রেণি ও পেশার সম্মিলনে তৈরি হওয়া বৈচিত্রময় কার্যক্রমে নিয়োজিত ১ লক্ষ ৯২ হাজার সমবায় সমিতিকে নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা এবং সমবায় সদস্যদেরকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলাই অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এ সেক্টরে আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিতকরণও বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে পরিগণিত। বিদ্যমান সমবায় সমিতির মধ্যে একটি বড় সংখ্যক

সমবায় অকার্যকর। অকার্যকর হয়ে পড়া, জনবল অপ্রতুলতা, আইসিটি জনবল, অবকাঠামো ও মানব সম্পদ উন্নয়নে উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাব অধিদপ্তরের অন্যতম সমস্যা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে ২০২৪ সালের মধ্যে প্রায় একলক্ষ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা ও স্ব-কর্মসংস্থানের পথ সুগম করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। সমবায়ের মাধ্যমে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত পণ্য সরাসরি ভোক্তাদের নিকট সুলভ মূল্যে পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে সমবায় পণ্যের ব্রান্ডিং, বাজারজাতকরণের জন্য সমবায়ীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ এবং সমবায় বাজারকে ই-কমার্স প্লাটফর্ম বাস্তবায়ন করা হবে। এ ছাড়া আগামী ২০২৬ সালের দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার জন্য দেশের ৩৫টি উপজেলায় এগিয়ে নেয়া হবে। এ ছাড়াও ২০২৪ সালের মধ্যে নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এ বিশেষ অঙ্গীকার 'আমার গ্রাম আমার শহর' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গ্রামের বৈশিষ্ট্য সমুন্নত রেখে প্রাথমিকভাবে পাইলট প্রকল্প হিসেবে ১০টি গ্রামে গ্রামীণ সম্পদের সুষ্ঠু ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করা, গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুষ্টি, আইলবিহীন ও যৌথ চাষাবাদ ব্যবস্থার প্রচলন, কৃষির আধুনিকায়ন ও যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, যোগাযোগ ও বাজার অবকাঠামো সৃষ্টি, স্বাস্থ্য শিক্ষার মানোন্নোয়নের লক্ষ্যে কমিউনিটি সচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে সেবা সহজলভ্য করা ইত্যাদি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে শহরমুখী স্থানান্তরের প্রবনতা হ্রাসের মাধ্যমে আধুনিক ও উন্নত গ্রাম সৃষ্টি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- প্রায় ৭০,০০০ কার্যকর সমবায় সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদন;
- ৪৪০০ জন সমবায়ীকে হিসাব সংরক্ষণ, সমবায় ব্যবস্থাপনা ও আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সমবায়ের ভিত্তিতে পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান;
  প্রায় ৮ কোটি টাকা অডিট এবং সিডিএফ আদায়;

১.১৩. সমবায় সমিতি গঠন করবেন কিভাবে

সমবায় সমিতি হচ্ছে গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান।যার মাধ্যমে এর সদস্যরা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে থাকে।একটি বিধিবদ্ধ আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমবায় সমিতি সংগঠন ও নিবন্ধনের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি ও নিয়মাবলী অনুসরণ করতে হবে:

- সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০০৩) এর ধারা ৮(১)(ক) অনুযায়ী ন্যূনতম ২০ জন একক ব্যক্তি এবং যার উদ্দেশ্য হচ্ছে বৈধ উপায়ে সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। সমবায় সমিতি বিধিমালা,২০০৪ এর বিধি ১১(খ)অনুযায়ী সদস্য হবার যোগ্যতা কমপক্ষে ১৮ বৎসর।
- সমিতি নিবন্ধনের শর্ত হিসেবে সকল সদস্যের অংশগ্রহণে সাংগাঠনিক সভায় বিস্তারিত আলোচনা হবে এবং সিদ্ধান্তবলী সত্যায়িত করে নিবন্ধনের জন্য আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
- উপজেলা/জেলা সমবায় অফিস থেকে একটি নমুনা উপ-আইন সংগ্রহ করা যেতে পারে।এই উপ-আইন হবে সমিতি পরিচালনার দলিল।যা সমিতির সদস্য নিজেরাই প্রণয়ন করবেন।এখানে কমপক্ষে ২০জন সদস্য সহি-স্বাক্ষর করবেন।উপ-আইন অবশ্যই আইন ও বিধিমালার সাথে সঙ্গাতিপূর্ণ হতে হবে।
- বিধি ১২ অনুযায়ী কর্ম এলাকা হতে হবে নিবিড় ও সংলগ্ন।মাঝে একটি এলাকা বাদ দিয়ে অন্য এলাকা নির্ধারণ করা যাবে না।
- বিধি ৫(৩) অনুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ পরিশোধিত শেয়ার মূলধন থাকতে হবে।প্রাথমিক সমিতির নিবন্ধনের ক্ষেত্রে এ মূলধন হবে সাধারণত কমপক্ষে ২০০০০/-(বিশ হাজার) টাকা।বিধি ১১(ক) অনুযায়ী অন্যূন ০১টি শেয়ার ক্রয়সহ শেয়ার মুল্যের সমপরিমাণ অর্থ সমিতিতে সঞ্চয়ী হিসাবে জমা প্রদান ব্যতীত কোন ব্যক্তি সমবায় সমিতির সদস্য হবার উপযুক্ত হবেন না।
- সমিতি নিবন্ধনের পূর্বেই জমা খরচ বহি,শেয়ার ও সঞ্চয় রেজিষ্টার,সাধারণ রেজিষ্টার,সদস্য রেজিষ্টার.লোন বা অগ্রিম রেজিষ্টার,রেজুলেশন বহি(সাপ্তাহিক,ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সাধারণ সভার বহি),নোটিশ বহি ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে।

- সমবায় বিধি ৫(২) অনুযায়ী সমিতির প্রকৃতি অনুযায়ী ৫০/-,৩০০/-.১০০০/-,৩০০০/- বা ৫০০০/- টাকা নিবন্ধন ফি চালানের মাধ্যমে জমা দিয়ে কপি আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
- সাংগাঠনিক সভায় সমিতির কার্য পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির (৬/৯/১১ জন সদস্য বিশিষ্ট) একটি প্রস্তাব তৈরী করতে হবে।
- সমিতি নিবন্ধনের জন্য প্রাক-কার্যাদি সম্পাদনের পাশাপাশি সমবায় সমিতি বিধিমালা,২০০৪ এর বিধি ৫(ক) অনুযায়ী নির্ধারিত আবেদন ফরম-১ পূরণ করতে হবে।প্রত্যেক সদস্য নিজে সকল তথ্য পূরণ করবেন।প্রয়োজনে ছবি ও মোবাইল নম্বর থাকবে।
- কাগজপত্র তৈরী হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানা সমবায় অফিসে জমা প্রদান করতে হবে।সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা সমবায় অফিস কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাচাই বাচাই করে সংশ্লিষ্ট জেলা সমবায় অফিসারের নিকট নিবন্ধনের জন্য তা প্রেরণ করবে।নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ আইনের ধারা ১০,১১,ও ১২ এবং বিধি ৬ যথাযথভাবে অনুসরণ করবে।
- নিবন্ধন গ্রহণ না করে সমবায় নাম ব্যবহার করে এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হলে তা আইনের ধারা ৯ অনুযায়ী কারাদন্ড বা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় অপরাধ হবে।
- সমিতিটি নিবন্ধন নেয়া অর্থ হচ্ছে সমিতি যে সকল কাজের সাথে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যাদি পরিচালনা করতে ইচ্ছুক তার আইনগত অনুমোদন নেয়া। উপ-আইন সম্পর্কে সকল সদস্যের ধারণা থাকা আবশ্যক এবং সকল সদস্যের জ্ঞাতার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও গ্রহণ করা দরকার।সমিতি নিবন্ধনের পূর্বে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন।সমবায় সমিতি গঠন করে সার্থকভাবে টিকে থেকে উৎপাদনশীল কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনে গতিশীল ভূমিকা রাখতে হবে।

যোগাযোগ:
সমবায় অধিদপ্তর, সমবায় ভবন।
ব্লক: এফ ১০, আগারগাঁও সিভিক সেন্টর, শেরবাংরা নগর, ঢাকা-১২০৭।
ফোন: ৮৮০২-৯১৪১১৩১ ফ্যাক্স : ৮০২-৯১৩৬৫৯৬
ই-মেইল : coop bangladesh@yahoo.com
web : www.coop.gov.bd.com

১.১৪ সমবায় সমিতি নিবন্ধন প্রক্রিয়া

- নিজেদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ
- কমপক্ষে ২০ জনকে একত্রিতকরণ
- একজন সংগঠক নির্বাচন
- এলাকার গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময়
- সমবায় সমিতির শ্রেণি ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ
- আলোচনার মাধ্যমে সমিতির নাম,কর্মএলাকা নির্ধারণ
- অনুমোদিত শেয়ার মূলধন এবং প্রতিটি শেয়ারেরর মূল্য নির্ধারণ
- উপ-আইন প্রনয়ণ
- ভর্তি ফি ,শেয়ার ও সঞ্চয় আদায়
- হিসাবের খাতাপত্র ও রেজিষ্টারসমূহ প্রস্তুতকরণ
- সাংগঠনিক সভা আহ্বান এবং প্রস্তাবিত সমিতির যাবতীয় বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা. সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও লিখিতভাবে রেজুলেশন প্রস্তুতকরণ
- ব্যাংক হিসাব খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ
- নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্র প্রস্তুতকরণ
- উপজেলা সমবায় অফিস /স্থানীয় সমবায় অফিসে যাবতীয় কাগজপত্র নিবন্ধনের জন্য জমা প্রদান

সমবায় সমিতি নিবন্ধনে যে সকল কাগজপত্র প্রস্তুত করে দাখিল করতে হবে:

- নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র
- নিবন্ধন ফি জমার চালানের কপি
- সাংগঠনিক সভার সত্যায়িত রেজুলেশন
- জমা খরচ হিসাব
- তিন প্রস্থ উপ-আইন
- আগামী দুই বছরের প্রস্তাবিত বাজেট
- সরকারী সাহায্য ছাড়া চলতে পারার অঙ্গীকারনামা
- নাগরিকত্ব ও স্থায়ী ঠিকানা সংক্রান্ত প্রমাণপত্র
- আবেদনকারী সদস্যদের প্রত্যেকের এককপি সত্যায়িত পার্সপোর্ট সাইজের ছবি
- উপ-আইন মেনে চলার অঙ্গীকারনামা
- নিবন্ধকের অনুমোদনের জন্য প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রস্তাব

১.১৫ সমবায় সমিতির উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী ও সেবার পরিমাণ ও মূল্য:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের অধীনে সমবায় অধিদপ্তর একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। সমবায়ের মূল কাজ হলো দেশের হত দরিদ্র মানুষকে সমবায়ের পতাকা তলে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো। সমবায়ের মাধ্যমে সমবায়ীগণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্ম-সংস্থান সৃষ্টিসহ দেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। কোন দেশের জাতীয় আয় অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । বাংলাদেশের জাতীয় আয় এ দেশের অর্থনীতিতে এবং জিডিপিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন সমবায় সমিতির উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী বিক্রিয় করে যে আয় হয় সেই আয় দেশের অর্থনীতিতে এবং জিডিপিতে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সমবায় অধিদপ্তরের বিভিন্ন সমবায় সমিতির উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার মূল্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৫৬৭ কোটি টাকা যা দেশের অর্থনীতিতে এবং জিডিপিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিভিন্ন সমবায় সমিতির উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী ও সেবার বিস্তারিত তথ্য নিম্নে দেখানো হলো-

(১) তরল দুধ : সমিতির সদস্যরা উন্নত জাতের গাভী পালন ও গোরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন করে বিপুল সংখ্যক বেকার মহিলার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিভিন্ন সমবায় সমিতি প্রায় ৮২৪ লক্ষ লিটার দুধ উৎপাদন করে প্রায় ৫১৮ কোটি টাকায় বিক্রয় করেছে । যা দেশের দুধের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অর্থনীতি ও জিডিপিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

(২) মৎস্য উৎপাদন: বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে বিভিন্ন প্রকারের মাছ চাষ করে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রায় ৬২৩ লক্ষ কেজি মাছ উৎপাদন করেছে এবং যার বিক্রয়মূল্য প্রায় ৯৯৮.৮৪ কোটি টাকা । বর্তমানে মাছ বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। এতে দেশের অর্থনীতিতে ও জিডিপিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

(৩) মাংস উৎপাদন: দেশের বিভিন্ন সমবায় সমিতি বিভিন্ন প্রকারের প্রাণি যেমন গোরু ও মুরগীর খামার করে মাংস উৎপাদন করছে । এতে দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি করছে এবং অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। চলতি অর্থবছরে মাংস উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৬ লক্ষ কেজি যার বাজার মূল্য প্রায় ২৪১.৬৮ কোটি টাকা।

(৪) প্রাণিসম্পদ: সমিতির সদস্যরা উন্নত জাতের গাভী পালন ও গোরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে মাংস উৎপাদন করে বিপুল সংখ্যক বেকারের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। চলতি অর্থবছরে প্রায় ৪৭২ কোটি টাকার প্রাণিসম্পদ বিক্রি করেছে।

(৫) ফসল উৎপাদন: দেশের বিভিন্ন সমবায় সমিতি বিভিন্ন প্রকারের ফসল উৎপাদন করে দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি করছে এবং অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। চলতি অর্থবছরে প্রায় ৩৬৫.২৯ কোটি টাকার ফসল বিক্রি করেছে।

(৬) দুগ্ধজাত পণ্য: বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড গ্রামীণ সমবায়ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন, সংগ্রহ, দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বিপণনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে সরাসরি অবদান রেখে চলেছে। মিল্কভিটা তরল দুধের পাশাপাশি গুড়া দুধ, ঘি, মাখন, আইসক্রীম, মিষ্টি দই, টক দই, ক্রিম, চকোলেট, লাবাং,মাঠা, রসগোল্লা, সন্দেশ ইত্যাদি উৎপাদন ও বিপণন করছে। চলতি অর্থবছরে ২২১.৭৯ কোটি টাকার দুগ্ধজাত পণ্য বিক্রি করেছে।

এছাড়া ও সমবায় সমিতির ক্রিস্টাল সামগ্রী বিভিন্ন প্রকারের ফল, কাঁচা শাক-সবজি ,পোলট্রি শিল্প যেমন মুরগী (দেশীয়), মুরগী (ব্রয়লার) উৎপাদন করছে এবং এগুলো বিক্রয় করে প্রচুর পরিমাণে আয় করছে। এগুলো দেশের অর্থনীতি উন্নয়নে এবং দেশজ উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

পরিশেষে বলা যায় যেহেতু উৎপাদিত পণ্যের চলতি বাজার মূল্য হিসেব করে জিডিপি গণনা করা হয়। সেহেতু সমবায় সমিতি সমূহের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী দেশের অর্থনীতি ও জিডিপিতে ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের অর্থনীতির জিডিপিতে যুক্ত হওয়া ৯ টি খাতের মধ্যে গরু ও হাঁস মুরগী পালন, ড্রাগন, স্ট্রবেরি, মাশরুম, আবাসন ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। আর এই বিষয়গুলো সমবায় অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। দেশে দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণে সমবায় অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন সমিতি সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে। ক্রমবর্ধমান মানুষের আমিষের চাহিদা মেটাতে এই সমিতির উৎপাদিত পণ্য জিডিপি বৃদ্ধি করে চলছে। অন্যদিকে সেবা খাতেও সমবায়ের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বিভিন্ন সেবা খাতে গঠিত সমবায় সমিতি বাংলাদেশের অর্থনীতির বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে। সমবায়ের মাধ্যমে হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কুঠির শিল্প, মৃৎশিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, দুগ্ধ ও মৎস্য খামার ইত্যাদি উৎপাদনশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করতে সমবায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে। ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ওজিডিপি'র অংশ হিসেবে সমবায় সমিতির উৎপাদিত পণ্য ও সেবার প্রভাব অনস্বীকার্য।

সমবায় খাতের অগ্রগতি

বাংলাদেশে সমবায়ের কার্যক্রম শতবর্ষ অতিক্রম করেছে। এ সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বিশ্ব অর্থনীতির সকল জোয়ার ভাটা সমবায়ের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। পুঁজিবাদের **প্রবল দাপটে মাঝে মধ্যে সমবায়ের অবস্থা নাজুক হলেও এর ফলপ্রসূ কার্যকারিতা তাকে** টিকিয়ে রেখেছে আর্থ-**সামাজিক উন্নয়নের সার্বজনীন উপযোগী মাধ্যম হিসেবে। নতুন শতাব্দীতে সমবায় নতুন ভাবধারায় উজ্জীবিত হয়েছে। ফলে বিভিন্ন মাপকাঠিতে এর ক্রম** অগ্রসরতা দৃশ্যমান হয়। অর্থনীতির **এ খাতের সাফল্য পরিসংখ্যান** এর নিয়মে পরিমাপ করা দুঃ**সাধ্য বিষয়। তবে কিছু নিয়ামক রয়েছে যার মাধ্যমে এর সফলতা ও ব্যর্থতার একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে। এ দেশে প্রাথমিক সমবায় সমিতির কার্যক্রমই সমবায় আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি। নিম্নে এরূপ প্রাথমিক সমবায়** সমিতির কিছু নিয়ামক চিত্র তুলে ধরা হল:

২.১ প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা: নতুন সহস্রাব্দে সমবায়ের **কিছু নতুন মাত্রা যুক্ত হওয়ায় এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নতুন সমবায় সমিতি নিবন্ধনের প্রক্রিয়াও অব্যাহত** রয়েছে। প্রতি বছরেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হচ্ছে। **বিগত পাঁচ বছরে প্রাথমিক সমবায় সমিতির** সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি চিত্র-১ এ **তুলে ধরা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে গঠিত সমবায় সমিতির** পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি **সংস্থার উদ্যোগেও** বিভিন্ন ক্যাটাগরির **সমবায় সমিতি নিবন্ধিত হয়ে থাকে।** বিশেষ করে প্রাথমিক সমবায় সমিতি সংগঠনের ধারা **অন্যান্য সময়ের তুলনায় বর্তমানে অনেক বেশী। চিত্রে দেখা** যায় যে, বিগত বছরগুলোর তুলনায় এ বছর সমিতির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে **প্রাথমিক সমিতির** সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৮০,৮৪৩টি।

চিত্র-১ প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা

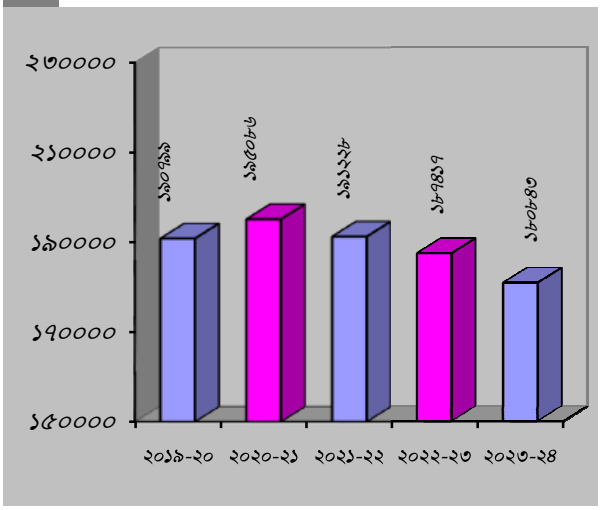

২.২ প্রাথমিক সমিতির সদস্য সংখ্যা: উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের **অংশীদারিত্ব উন্নয়নের অন্যতম নির্দেশক।** সমবায় নিম্নবিত্তের সংগঠন হিসেবে **আবির্ভূত হলেও বর্তমানে সকল** শ্রেণির **বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী সমবায়কে আর্থ সামাজিক** উন্নতির একটি পরীক্ষিত কৌশল হিসেবে **বেছে নিয়েছে। সমবায় শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নই নয় পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নেও বিশেষ অবদান রেখে থাকে। প্রতিবেদনাধীন বছরের** জুন ২০২৪ পর্যন্ত **সমবায় সমিতির ব্যক্তি সদস্য সংখ্যা** দাঁড়িয়েছে ১,২৪,৩০,৮৫৮ জন।

চিত্র-২ প্রাথমিক সমিতির সদস্য

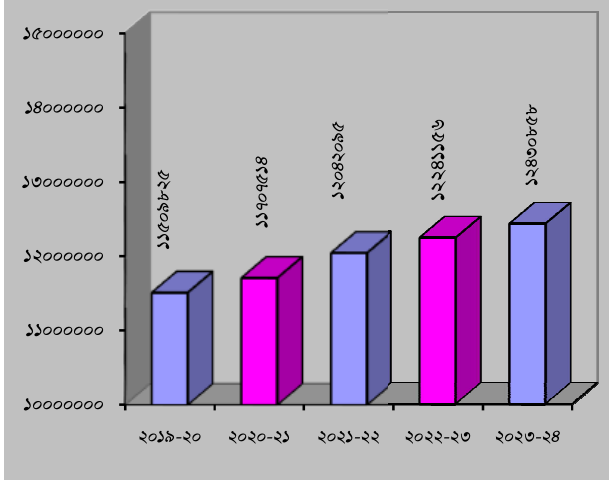

২.৩ শেয়ার মূলধন: দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র পুঁজির সমন্বয় ঘটিয়ে বৃহৎ মূলধন তৈরী এবং উক্ত মূলধন বিনিয়োগ করে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড **বৃদ্ধি করাই হচ্ছে সমবায়ের লক্ষ্য অর্জনের মূল কৌশল। যার প্রধান উৎস হল সদস্যদের নিকট বিক্রিত শেয়ার।** চিত্র-৩ এ দেখা যায়, বিগত বছরের তুলনায় **পরিশোধিত শেয়ার মূলধন** বৃদ্ধি পেয়ে চলতি অর্থ বছরের জুন ২০২৪ পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়েছে ২৫৭৮.৮২ **কোটি টাকা এবং একই সময়ে সমিতি প্রতি শেয়ার মূলধনের পরিমাণ** এসে দাঁড়িয়েছে ১,৪২,৬৫৫ টাকা।

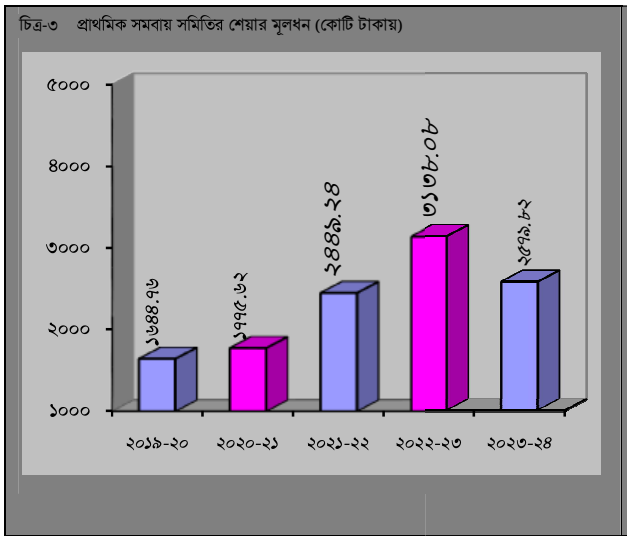

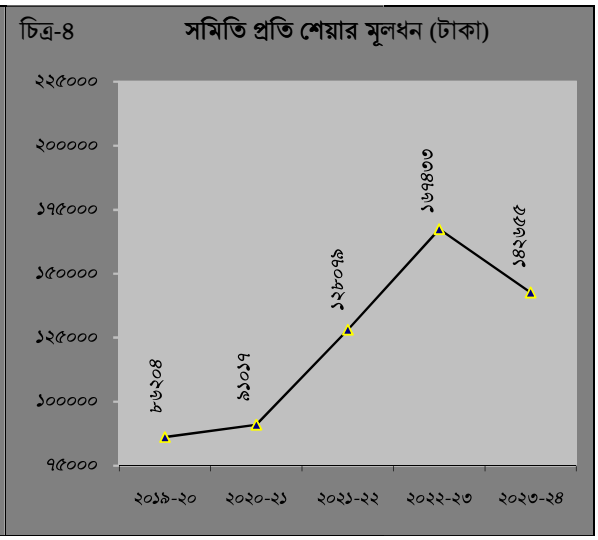

২.৪: সঞ্চয় আমানত: **সমবায় সমিতির মূলধন** গঠনে শেয়ারের পরে সঞ্চয়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। **সদস্যরা নির্দিষ্ট হারে সমিতিতে সঞ্চয় জমা করে তা লাভজনক ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে থাকে।** ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে **সঞ্চয় আমানত এর পরিমাণ** দাঁড়িয়েছে ১৮৫৮৮.৪৩ কোটি টাকা (চিত্র-৫)। **সমিতি প্রতি সঞ্চয় আমানতের** পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০,২৭,৮৭৬ টাকা (চিত্র-৬)।

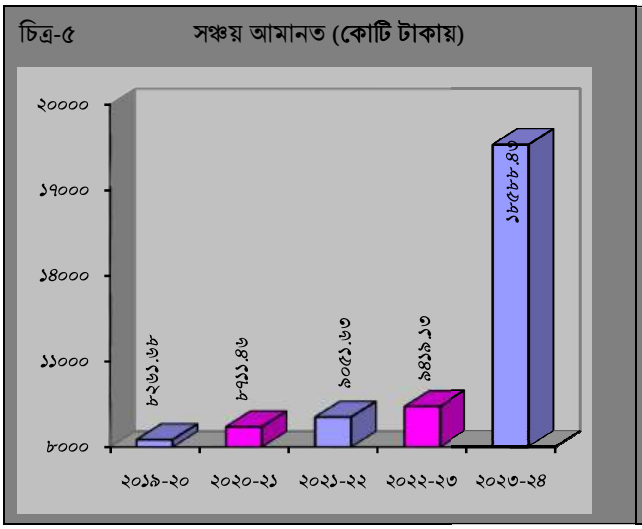

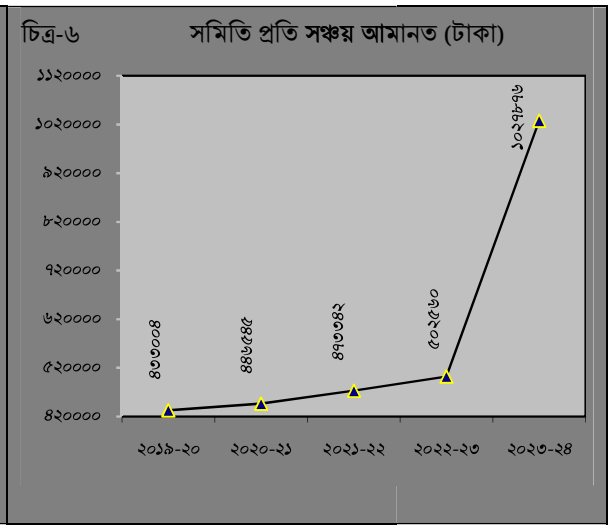

২.৫: সংরক্ষিত তহবিল ও নীটলাভ হতে গঠিত অন্যান্য তহবিল: সমবায় সমিতিগুলোর নীট লাভ থেকে **নির্দিষ্ট হারে** বিভাজনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ **সংরক্ষিত তহবিল ও অন্যান্য তহবিলে জমা হয়ে থাকে। এ তহবিলও সমিতির মূলধন হিসেবে** গণ্য হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে **প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলোর সংরক্ষিত তহবিল ও নীট লাভ হতে গঠিত অন্যান্য তহবিলের** পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৬৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ।

চিত্র-৭ সংরক্ষিত ও অন্যান্য তহবিল (কোটি টাকায়)

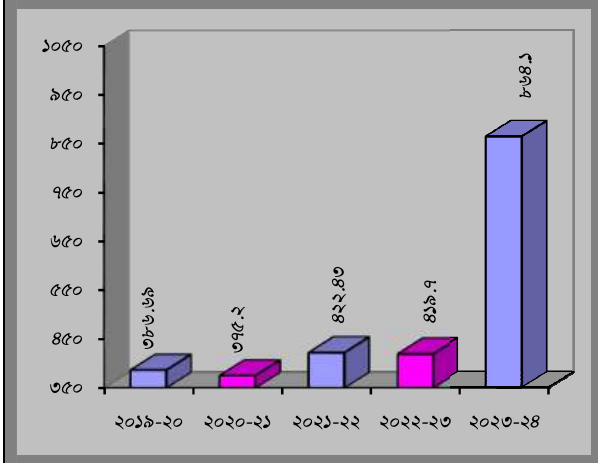

চিত্র-৮ প্রতিবেদনাধীন বছরে প্রাথমিক, কেন্দ্রীয় ও জাতীয় সমিতির সংরক্ষিত ও অন্যান্য তহবিল (লক্ষ টাকা)

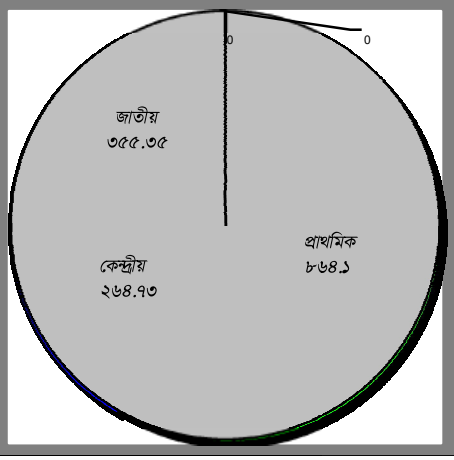

২.৬: কার্যকরী মূলধন: সমবায় সমিতির শেয়ার মূলধন, সঞ্চয় আমানত ও সংরক্ষিত তহবিল সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধনের উল্লেখযোগ্য অংশ গঠন করে থাকে। জুন, ২০২৪ নাগাদ প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহের কার্যকরী **মূলধনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে** ২৫৪০২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা (চিত্র-৯)। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের তুলনায় এ বছর কার্যকরী মূলধনের **পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।**

চিত্র-৯ সমিতির কার্যকরী মূলধন (কোটি টাকা)

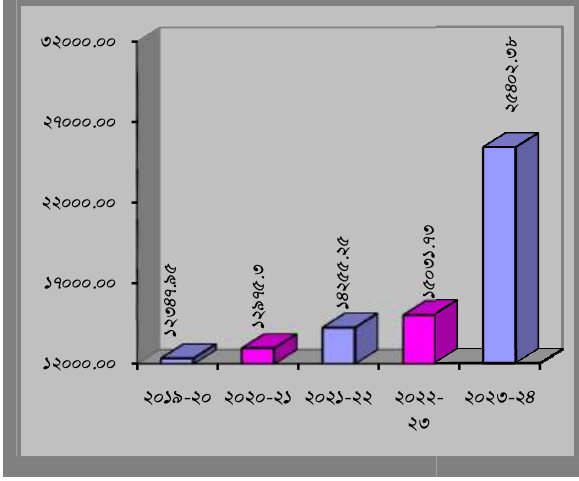

চিত্র-১০ বিনিয়োগ (কোটি টাকা)

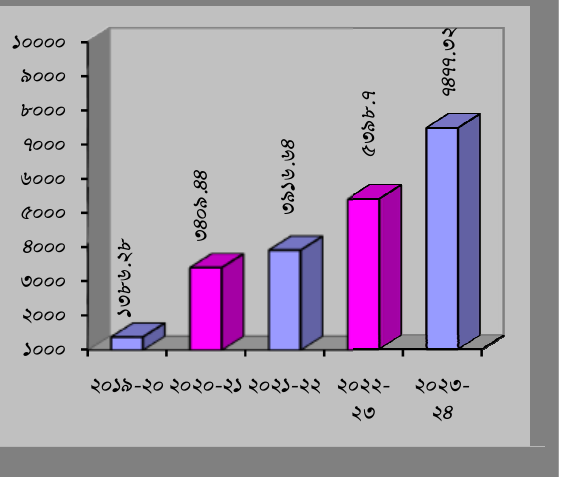

২.৭: বিনিয়োগ: ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে **প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলো বিভিন্ন আর্থিক কর্মকান্ডে প্রায়** ৭৪৭৭.৩২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে (চিত্র-১০)। ২০২২-২৩ **অর্থ বছরের তুলনায় এ বছর বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে।**

২.৮: ঋণ বিতরণ: জুন, ২০২৪ পর্যন্ত **প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলোর ঋণ বিতরণের পরিমাণ** ৫৯৭২.৭৬ **কোটি টাকা** (চিত্র-১১)। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের তুলনায় ঋণ বিতরণ **হ্রাস পেয়েছে।**

২.৯: ঋণ আদায়: জুন, ২০২৪ পর্যন্ত **প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলোর ঋণ আদায়ের পরিমাণ** ৪২৭৪ **কোটি** ২৫ লক্ষ টাকা (চিত্র-১২)। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের তুলনায় ঋণ আদায় হ্রাস পেয়েছে।

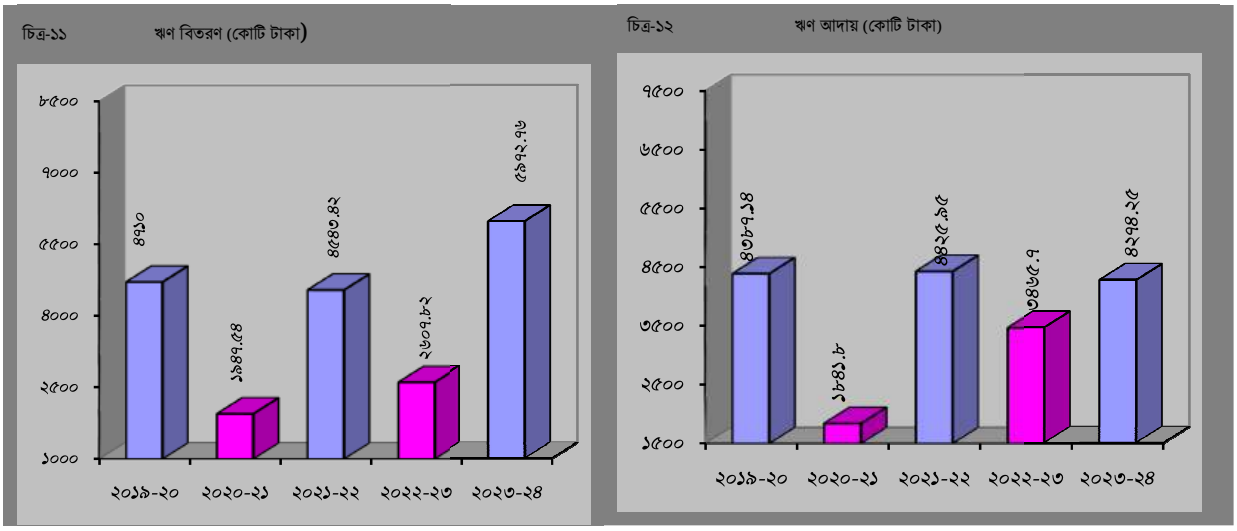

২.১০: অডিট ফি আদায়: সমবায় অধিদপ্তর **কর্তৃক সরকারি** রাজস্ব **আদায়ের একটি তুলনামূলক চিত্র এখানে সংযোজন করা হল।** উক্ত চিত্রে দেখা যায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরে অডিট ফি আদায়ের পরিমাণ ৪৭৪.৩০ লক্ষ টাকা (চিত্র-১৩)।

২.১১: লভ্যাংশ বিতরণ: প্রতিবেদনাধীন বছরে প্রাথমিক সমবায় সমিতি তার শেয়ারহোল্ডারগণের মধ্যে ৪৮ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা লভ্যাংশ বিতরণ করেছে (চিত্র-১৪) ।

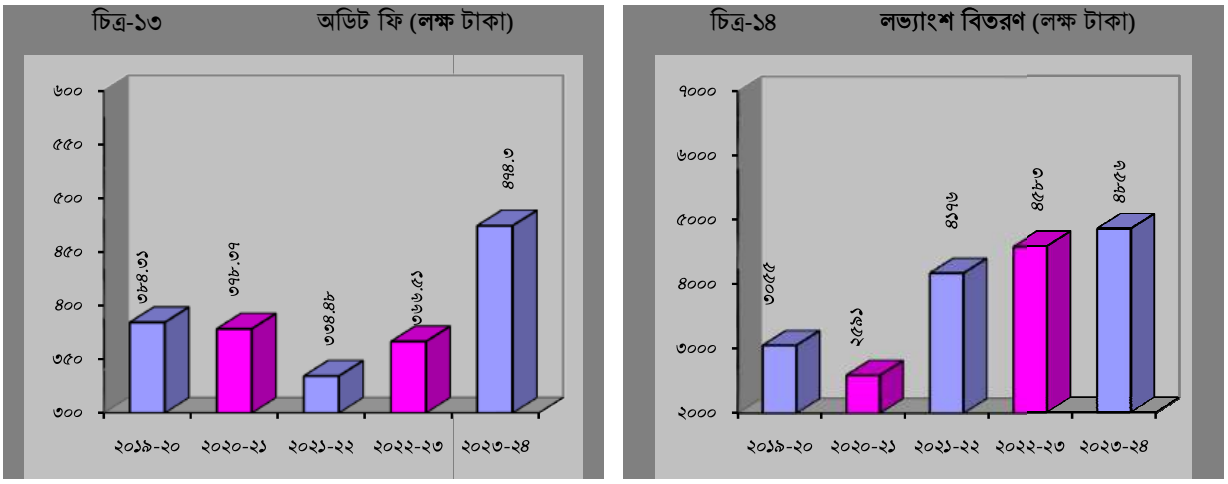

জাতীয় সমবায় পুরস্কার- ২০২২ এর তথ্য ও চিত্র

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ৪ নভেম্বর ২০২৩ খ্রি. তারিখে ৫২তম জাতীয় সমবায় দিবস ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সমবায় অধিদপ্তরের মাল্টিপারপাস হল, আগারগাঁও, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হয়। সমবায়ের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রতি বছর ১০টি ক্যাটাগরিতে সমবায় সমিতি/সমবায়ীকে জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার হিসেবে ১৮ ক্যারেট মানের ১০ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণ পদক এবং সনদপত্র বিতরণ করা হয়। নিম্নে জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০২২ প্রাপ্তির তালিকা দেখানো হলো:

ক্র.নং.	শ্রেণি	সমবায় সমিতি/সমবায়ী
১	কৃষিভিত্তিক/সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায়	অগ্রণী সেচ প্রকল্প পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লি. উপজেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ
২	সঞ্চয় ও ঋণদান ক্রেডিট সমবায়	মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি. উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর
৩	দুগ্ধ সমবায়	মধুপুর পৌরসভা প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লি. উপজেলা: মধুপুর, জেলা: টাঙ্গাইল
৪	মহিলা সমবায়	প্রেরণা মহিলা সমবায় সমিতি লি. থানা: মোহাম্মদপুর, জেলা: ঢাকা
৫	বহুমুখী সমবায়	অন্বেষা বহুমুখী সমবায় সমিতি লি. উপজলো: ঘাটাইল, জেলা: টাঙ্গাইল
৬	মৎস্যজীবী সমবায়	খড়িঞ্চা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি. উপজেলা: চৌগাছা, জেলা: যশোর
৭	মুক্তিযোদ্ধা সমবায়	আনোয়ারা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লি. উপজেলা: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম
৮	বিত্তহীন/ভূমিহীন সমবায়	মহিপুর সমবায় ঋণদান ও সর্বোন্নতি বিধায়ক সমিতি লি. উপজেলা: কলাপাড়া, জেলা: পটুয়াখালী
৯	যুব,বিশেষ শ্রেণি, তাঁতীসহ অন্যান্য পেশাভিত্তিক সমবায়	ষোলআনা ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লি. উপজেলা: পাইকগাছা, জেলা: খুলনা
১০	কর্মকর্তা/কর্মচারী পরিবহন শ্রমিক কর্মচারী সমবায়	ইস্টার্ন রিফাইনারী এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি. থানা: পতেঙ্গা, জেলা: চট্টগ্রাম

জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০২২ প্রাপ্ত সমবায় সমিতি ও সমবায়ী

১। শ্রেণি: কৃষিভিত্তিক/সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায়

অগ্রণী সেচ প্রকল্প পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লি.
উপজেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ

১৯৯৬ সালে নিবন্ধিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালে মাত্র ৫০জন সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে সমিতির সদস্য ২১৩৭ জন। কার্যকরী মূলধন প্রায় ৫ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা। ২০২১-২২ অর্থবছরে সমিতির সদস্যদের আবাদযোগ্য ৫৫৭ হেক্টর জমিতে ধান চাষ করা হয়েছে। ধান চাষের পরে শুষ্ক মৌসুমে একই জমিতে সরিষা উৎপাদন করা হয়েছে। এছাড়া সমিতির পানিপ্রবাহ ক্যানেলের দুই পাশে লাগানো আমগাছ হতে প্রায় ৫ লক্ষ ৫ হাজার টাকার আম বিক্রয় করা হয়েছে। সমিতিটি সেচ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে উপপ্রকল্পভুক্ত এলাকায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও সদস্যদের মধ্যে সহজশর্তে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী জনশক্তির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করায় এ বছর কৃষিভিত্তিক/সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় ক্যাটাগরিতে **'অগ্রণী সেচ প্রকল্প পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লি.'** কে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হয়।

২। শ্রেণি:সঞ্চয় ও ঋণদান/ক্রেডিট সমবায়

মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.
উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর

গাজীপুর জেলার অন্তর্গত কালীগঞ্জ উপজেলার মঠবাড়ী এলাকার জনগণের আয়ের প্রধান উৎস কৃষিকাজ হলেও উঁচু জমি ও লালমাটির কারণে তা ব্যয় সাপেক্ষ এবং বেশ কষ্টকর ছিল। বেশিরভাগ পরিবারই ছিল অস্বচ্ছল। এ প্রেক্ষাপটে ২ জুন ১৯৬২ সালে ৩০ জন সদস্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ। বর্তমানে সদস্য ২৪৯৩ জন এবং কার্যকরী মূলধন প্রায় ১৪০ কোটি টাকা। সমিতির মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১২৬ কোটি টাকা। সমিতির উদ্যোগে সদস্য এবং এলাকার জনগণকে বিউটিফিকেশন, অটোমেকানিক, সেলাই, ড্রাইভিং, বেকারি, কম্পিউটার, হোটেল, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ডেইরি ও পোলট্রি খামার বিষয়ে

প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সদস্যদের নিয়ে গ্রামভিত্তিক ও কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষা সেমিনারের আয়োজন করা হয়ে থাকে। প্রথমবারের মত গৃহীত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে আবাসন প্রকল্প, জুবিলী মার্কেট নির্মাণ ও কালচারাল একাডেমি স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সার্বিক কার্যক্রম বিবেচনায় এ বছর সঞ্চয় ও ঋণদান/ক্রেডিট সমবায় ক্যাটাগরিতে **'মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.'** কে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হয়।

৩। শ্রেণি:দুগ্ধ সমবায়

মধুপুর পৌরসভা প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লি.

উপজেলা: মধুপুর, জেলা: টাঙ্গাইল

২০১২ সালে মধুপুর পৌরসভা প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ সমিতিটি নিবন্ধিত হয়। সমিতির বর্তমান সদস্য ১৭২ জন। কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। সদস্যদের তত্ত্বাবধানে পালিত ৬৯৩টি গাভী হতে বার্ষিক ২৫ লক্ষ ২৯ হাজার ৪৫০ লিটার দুধ উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত দুধ দিয়ে বিভিন্ন দুগ্ধ জাতীয় পণ্য তৈরি করার মাধ্যমে এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সমিতির সম্পদ বৃদ্ধি ও সদস্যদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক সদস্যকে গাভী পালনের উদ্দেশ্যে সমবায় অধিদপ্তরের প্রকল্প হতে ১,০০,০০০/- টাকা করে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। সদস্যরা গাভী লালনপালন করে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি করায় এলাকায় দুধের চাহিদা মিটিয়ে অন্য এলাকায়ও সরবরাহ করা হচ্ছে। সদস্যদের গাভী পালনে উৎসাহিত করার জন্য বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে। সমিতির সার্বিক কার্যক্রম বিবেচনায় এ বছর দুগ্ধ সমবায় ক্যাটাগরিতে **'মধুপুর পৌরসভা প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লি.'** কে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হয়।

৪। শ্রেণি: মহিলা সমবায়

প্রেরণা মহিলা সমবায় সমিতি লি.
থানা: মোহাম্মদপুর, জেলা: ঢাকা

সেবা, সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এই মূলমন্ত্রকে ধারণ করে ২০০৫ সালে সমিতির যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৪৬৫ জন এবং কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১১ কোটি টাকা। সম্পূর্ণ নিজস্ব মূলধন দ্বারা বিভিন্ন লাভজনক আর্থিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০০৮ সালে প্রেরণা কিন্ডার গার্ডেন স্কুল স্থাপন করা হয়। সদস্যদের কল্যাণে আবাসন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সদস্যগণ সহজশর্তে ঋণ সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসহ অন্যান্য ব্যবসা করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। ২০১৭ সালে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে ক্যাফে পরিচালনার দায়িত্ব পায় সমিতিটি। এছাড়াও প্রেরণা এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে হুদা ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর রন্ধন ব্র্যান্ডের ভোগ্যপণ্য বাজারজাতকরণের ডিলারশীপ গ্রহণ করে ব্যবসা পরিচালনা করছে। সদস্য ও এলাকার জনসাধারণের জন্য বিভিন্ন সেবামূলক ও সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ **‘প্রেরণা মহিলা সমবায় সমিতি লি.’** কে এ বছর মহিলা সমবায় ক্যাটাগরিতে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হয়।

৫। শ্রেণি: বহুমুখী সমবায়

অন্বেষা বহুমুখী সমবায় সমিতি লি.
উপজলো: ঘাটাইল, জেলা: টাঙ্গাইল

অন্বেষা বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ ১৯৯৮ সালে টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এর সদস্য ৩৫১৬ জন। সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ২৩ কোটি টাকা। ‘বহুমুখী’ সমিতি হওয়ায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে সমিতির সদস্যদের ভাগ্যোন্নয়ন ও স্থায়ী আয়ের উৎস সৃষ্টি করা হয়েছে। সমিতিতে মোট ৩৩ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োজিত আছে। সঞ্চয় ও ঋণদান প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৪০ জন লোকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। সদস্যদের মাঝে গ্রুপভিত্তিক ঋণ প্রদান, ভ্যান ক্রয়, গরীব ও অসহায় জনগণকে বিবাহের জন্য সহযোগিতা, শিক্ষা ও চিকিৎসা কাজে সহযোগিতা, হাঁস-মুরগী পালনের জন্য ঋণ প্রদান, মৎস্য ও বনায়ন প্রকল্পে সদস্যদের মাঝে ঋণ দাদন, দুস্থদের আর্থিক সাহায্য প্রদান করে স্বাবলম্বী করা সমিতির

লক্ষ্য। একটি আদর্শ ও অনুসরণীয় সমিতি হিসেবে এর সার্বিক কর্মকান্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ **'অন্বেষা বহুমুখী সমবায় সমিতি লি.'** কে এবছর বহুমুখী সমবায় ক্যাটাগরিতে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হয়।

৬। শ্রেণি: মৎস্য সমবায়

খড়িঞ্চা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি.
উপজেলা: চৌগাছা, জেলা: যশোর

খড়িঞ্চা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ ১৯৬১ সালে যশোর জেলার চৌগাছা উপজেলায় নিবন্ধিত হয়। নিবন্ধনকালে ২০ জন সদস্য নিয়ে যাত্রা শুরু হলেও বর্তমানে সদস্য ১৪৪ জন। কার্যকরী মূলধন প্রায় ৪৫ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। সমিতিটি খাল, বিল, বাওড় ও জলাশয় ইজারা গ্রহণের মাধ্যমে মাছ চাষ ও রেণু পোনা উৎপাদন করে সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রেখে চলেছে। সমিতিটি খড়িঞ্চা বাওড় সরকারিভাবে ইজারা নিয়ে মাছ চাষ ও রেণু পোনা উৎপাদনপূর্বক তা স্থানীয় বাজারসহ বিভিন্ন জেলা শহরে বাজারজাত করে থাকে। মাছ চাষের মাধ্যমে স্থানীয় জাতীয় পর্যায়ে আমিষের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি উক্ত সমিতির কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও এলাকার সার্বিক উন্নয়ন দৃশ্যমান। এ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ **'খড়িঞ্চা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি.'** কে এ বছর মৎস্য সমবায় ক্যাটাগরিতে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হয়।

৭। শ্রেণি: মুক্তিযোদ্ধা সমবায়

আনোয়ারা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লি.
উপজেলা: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা উপজেলায় ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আনোয়ারা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লি.। সমিতির বর্তমান সদস্য ৫৫ জন। কার্যকরী মূলধন প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা। সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন ট্রেডে যেমন- কুটির শিল্প, হস্তশিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি খাতে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করে থাকে। সমিতিটি গরীব সদস্যদের কন্যার বিবাহ এবং চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহে সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। এছাড়া সমিতির উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মরণিকা (যে বিজয়

অহংকারের, শপথ, অনুরণন, রক্তঋণ, বেলাশেষে) প্রকাশ করা হয়েছে। সমিতির সার্বিক কার্যক্রম বিবেচনায় এ বছর মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি ক্যাটাগরিতে **'আনোয়ারা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লি.'** কে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হয়।

৮। শ্রেণি: বিত্তহীন, ভূমিহীন সমবায়

মহিপুর সমবায় ঋণদান ও সর্বোন্নতি বিধায়ক সমিতি লি.
উপজেলা: কলাপাড়া, জেলা: পটুয়াখালী

১৯৬১ সালে নিবন্ধিত পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার ঐতিহ্যবাহী সমিতি মহিপুর সমবায় ঋণদান ও সর্বোন্নতি বিধায়ক সমিতি লি.। সমিতির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২৮৫৮ জন। সম্পদের পরিমাণ প্রায় ২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। কার্যকরী মূলধন প্রায় ৪১ লক্ষ টাকা।সমিতির আয়ের উৎস হচ্ছে নিজস্ব মার্কেট, ভবন, আবাদী জমি, জলাশয় এবং শুটকি পল্লী । ১৯৫৭ সালে মহিপুর কো-অপারেটিভ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। শিশু শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠাতার নামে ২০১৫ সালে সিরাজুল ইসলাম মেমোরিয়াল একাডেমি স্থাপন করা হয়। সমিতির মাধ্যমে গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। সদস্যদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখায় এ বছর বিত্তহীন, ভূমিহীন সমবায় ক্যাটাগরিতে **'মহিপুর সমবায় ঋণদান ও সর্বোন্নতি বিধায়ক সমিতি লি.'** কে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হয়।

৯। শ্রেণি: যুব, বিশেষ শ্রেণি, তাঁতীসহ অন্যান্য পেশাভিত্তিক সমবায়

ষোলআনা ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লি.
উপজেলা: **পাইকগাছা, জেলা: খুলনা**

খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে ১৯৯২ সালে ষোলআনা ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এর সদস্য ১২৪৫ জন। কার্যকরী মূলধন প্রায় ২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি হওয়ায় নিবন্ধনের পর হতে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সদস্যদেরকে স্বাবলম্বী করার জন্য ঋণ প্রদান করে থাকে। বিতরণকৃত ঋণ মৎস্য খামার, ডেইরি ফার্ম খাতে

বিনিয়োগ করে সদস্যগণ লাভবান হচ্ছেন। ষোলআনা আবাসন প্রকল্পের মাধ্যমে জমি ক্রয়-বিক্রয় ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া গণশৌচাগার নির্মাণ, বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ, শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, দুঃস্থ প্রতিবন্ধী, দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ ও কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান এবং দুর্যোগ কবলিত মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। সমিতির উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম বিবেচনায় এ বছর যুব, বিশেষ শ্রেণি, তাঁতীসহ অন্যান্য পেশাভিত্তিক সমবায় ক্যাটাগরিতে **'ষোলআনা ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লি.'** কে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হয়।

১০। শ্রেণি: কর্মকর্তা/কর্মচারী, পরিবহণ শ্রমিক কর্মচারী সমবায়

ইস্টার্ন রিফাইনারী এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি.
থানা: পতেঙ্গা, জেলা: চট্টগ্রাম

১৯৯২ সালে নিবন্ধিত হয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে ইস্টার্ন রিফাইনারী এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি.। বর্তমানে এর সদস্য ৬২০ জন এবং কার্যকরী মূলধন প্রায় সাড়ে ৫ কোটি টাকা। সমিতি মৎস্য ও কৃষি প্রকল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে হ্রাসকৃত মূল্যে এবং কীটনাশকমুক্ত কৃষিজাত পণ্য সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করে থাকে। পরিবহন খাতে বিনিয়োগ এবং ঋণ বিতরণের মাধ্যমে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ১০০০ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে। সমিতি নিজস্ব মূলধন দ্বারা সদস্যগণের কল্যাণে শিক্ষা বৃত্তি, বৃক্ষরোপণ, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যসেবা, অনুদান এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সদস্যদের সহযোগিতার মাধ্যমে সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া বাস, মাইক্রোবাস ও কারের মাধ্যমে অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যাতায়াত সুবিধা প্রদান করে আসছে। সদস্যদের কল্যাণে সমিতির সার্বিক কার্যক্রম বিবেচনায় এ বছর কর্মকর্তা/কর্মচারী, পরিবহণ শ্রমিক কর্মচারী সমবায় ক্যাটাগরিতে **'ইস্টার্ন রিফাইনারী এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি.'** কে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০২২ প্রদান করা হয়।

সমবায় অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

শত বছরের প্রাচীন ও পরীক্ষিত একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া হচ্ছে সমবায় । কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের প্রান্তিক কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচনে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে উপমহাদেশের সমবায় আন্দোলনের সূচনা হয়। কালক্রমে এই আন্দোলনের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার মানুষের কাছে সমাদৃত হয়েছে। ব্যক্তিখাত ও বাজার অর্থনীতির শোষণমূলক আগ্রাসন এবং প্রাতিষ্ঠানিক অদক্ষতার মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন করে ক্ষুদ্র ও কমিউনিটি উদ্যোগের পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে সমবায় একটি অফুরন্ত সম্ভাবনাময় খাত। এটা অনস্বীকার্য যে, পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলন নানাবিধ সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। ইতঃপূর্বে বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের যে সব সমস্যা সনাক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সমবায় শিক্ষা উদ্বুদ্ধকরণের অপ্রতুলতা, সেজন্য সমবায় সমিতিগুলোর অভ্যন্তরে আশানুরূপ গতিশীল নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি পায়নি। সমবায় সম্পর্কিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব এর অন্যতম কারণ। সুতরাং সমবায় সংগঠনগুলিকে নিয়মিত উপর্যুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে পারলে প্রতিষ্ঠানগুলি সুশৃঙ্খল, লাভজনক ও দীর্ঘস্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকাশ ঘটবে বলে আশা করা যায়। আর এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য গঠিত হয়েছে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এবং আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ।

৪.১ বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি

সমবায় অধিদপ্তরের অন্যতম কাজ হচ্ছে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও তৃণমূল জনগণকে সমবায় সমিতির মাধ্যমে সংগঠিত করে অর্থনীতির মূলস্রোতে নিয়ে আসা। সমবায় কর্মকাণ্ডকে সফল করে তুলতে হলে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি এবং এর অধিভুক্ত ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে সমবায়ীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে আয়বর্ধনমূলক (IGA) প্রশিক্ষণ, সমবায় ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিতে বিভিন্ন রকমের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বিসিএস (সমবায়) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য ২ মাস মেয়াদি পেশাগত প্রশিক্ষণ, নন-গেজেটেড কর্মচারীদের জন্য ২মাস মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণ, ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের জন্য রিফ্রেসার্স, নিরীক্ষক কর্মকর্তাদের জন্য নিরীক্ষা ম্যানুয়েল প্রশিক্ষণসহ নানা ধরনের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সমবায় সমিতির সদস্যদের জন্য হিসাব সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ, সমিতি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, সমবায়ী উদ্যোক্তা সৃষ্টি প্রশিক্ষণ ছাড়াও কিছু কিছু আয়-বর্ধক প্রশিক্ষণও আয়োজন করা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিতে বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

প্রতি অর্থবছরে প্রশিক্ষণ শুরুর পূর্বেই প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদন নেয়া হয়। প্রশিক্ষণ শুরুর পূর্বে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রাক-মূল্যায়ন করা হয় এবং প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণত্তোর মূল্যায়ন করা হয়। এছাড়া একাডেমিক বিষয়ের পাশাপাশি কিছু ব্যবহারিক বিষয়ও প্রশিক্ষণে অন্তর্ভূক্ত থাকে। এছাড়া প্রশিক্ষার্থীদের সমবায় সমিতির কর্মকাণ্ড সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য প্রতিটি প্রশিক্ষণে মাঠ পরিদর্শনের ব্যবস্থা নেয়া হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সমবায় একাডেমিতে বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান। যেহেতু একাডেমির সকল প্রশিক্ষণ আবাসিক সেজন্য প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসনের জন্য দু'টি তিন তলাবিশিষ্ট হোস্টেল

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিতে প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিতে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগন

ভবন রয়েছে যেখানে প্রায় ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর আবাসনের সুযোগ আছে। একাডেমিতে রয়েছে ১০,০০০ এর বেশী পুস্তক-সমৃদ্ধ একটি লাইব্রেরি। লাইব্রেরিতে বিভিন্ন রকমের বই আছে যেগুলোর মধ্যে একাডেমিক বই ছাড়াও সমসাময়িক সময়ের জন্য প্রয়োজন হয় এমন বইও আছে।

সারণী-১

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের খাতওয়ারী প্রশিক্ষণ অগ্রগতি

অর্থায়নের ধরন	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি				প্রশিক্ষণার্থীর ধরন	
	কোর্স	প্রশিক্ষণার্থী	কোর্স	প্রশিক্ষণার্থী			কর্মকর্তা/ কর্মচারী	সমবায়ী
				পুরুষ	মহিলা	মোট		
রাজস্ব বাজেট	৬১	১৫২৫	৫৫	৯০৯	৪৬০	১৩৬৯	৫২০	৮৪৯
সমবায় উন্নয়ন তহবিল	১৩	৩২৫	২১	৩২৮	১৯৫	৫২৩	০	৫২৩
প্রকল্পভূক্ত কোর্স	-	-	-	-	-	-	-	-
কর্মশালা	১	৪০	০১	৩৫	৫	৪০	৩৮	০
ইনহাউজ প্রশিক্ষণ	৬	২০৮	০৬	২০৩	৫	২০৮	২০৮	০
সেমিনার	২	৭৫	২	৬৫	১০	৭৫	৬৮	৭
মোট	**৮৩**	**২১৭৩**	**৮৫**	**১৫৪০**	**৬৭৫**	**২২১৫**	**৮৩৪**	**১৩৮১**

সারণী-২

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমিতে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের কোর্স ভিত্তিক প্রশিক্ষণ অগ্রগতির বিবরণী

ক্র. নং	কোর্সের নাম	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী			
			লক্ষ্যমাত্রা	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	পেশাগত প্রশিক্ষণ কোর্স (১ম/২য় শ্রেণি)	৩	৭৫	৬২	৮	৭০
২	Advance Computer application Cours (DA/ICS).	৪	১০০	৬২	৩৮	১০০
৩	Project Planning & Management Course (1^{st} class/ 2^{nd} class).	১	২৫	১৯	৬	২৫
৪	Advance course on Management & Development	৩	৭৫	৫৩	২২	৭৫

৫	সমবায় আইন ও বিধিমালা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	৪	১০০	৮৮	১২	১০০
৬	বিরোধ আপীল মামলা নিস্পত্তি বিষয়ক কোর্স	১	২৫	১৯	৬	২৫
৭	প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স	৩	৭৫	৬৭	৮	৭৫
৮	ইলেকট্রিক্যালি ইন্সট্যালেশন এন্ড মেইনটেনেন্স ফর কন্সট্রাকশন কোর্স	১	২৪	২৪	০	২৪
৯	মোবাইল ফোন সার্ভিসিং (লেভেল-২) (NSDA)	১	২৪	২৪	০	২৪
১০	গ্রাফিক ডিজাইন এবং ফ্রিল্যান্সিং কোর্স	২	৫০	৫০	০	৫০
১১	ড্রাইভিং লেভেল-৩ (NSDA)	১	২৪	২৪	০	২৪
১২	আইজিএ প্রশিক্ষণ (Income Generating Activities)	৭	১৭৫	৫০	১২৫	১৭৫
১৩	সমিতি ব্যবস্থাপনা বিষয়খ প্রশিক্ষণ	২০	৫০০	৩৫৩	১৪৭	৫০০
১৪	সমবায় সমিতির হিসাব ও নিরীক্ষা প্রশিক্ষণ	১৭	৪২৫	৩০০	১২৫	৪২৫
১৫	সমবায় উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	৮	২০০	৪২	১৫৮	২০০
১৬	সেমিনার	২	৭৫	৬৫	১০	৭৫
১৭	কমশালা	১	৪০	৩৫	৫	৪০
১৮	ইনহাউজ প্রশিক্ষণ	৬	২০৮	২০৩	৫	২০৮
	মোট	**৮৫**	**২২২০**	**১৫৪০**	**৬৭৫**	**২২১৫**

৪.২ আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

সমবায়ীদের সংখ্যাধিক্য এবং প্রশিক্ষণের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে ১৯৬৩-৬৪ খ্রিস্টাব্দে মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ), ফেনী, নওগাঁ, কুষ্টিয়াতে ১ টি করে মোট চারটি এবং ১৯৬৪-৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর, মৌলভীবাজার, রংপুর, খুলনায় আরও চারটি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে আঞ্চলিক আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে উক্ত প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন ক্রমে বরিশাল এবং নরসিংদীতে একটি করে আঞ্চলিক আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়। বর্তমানে সবগুলো আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে সমবায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে ।

রংপুর আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটে আইজিএ প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে সনদ বিতরণ ।

ফরিদপুর আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটে আইজিএ সেলাই প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ।

আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে সমবায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহে ২০২৩-২৪ প্রশিক্ষণ বর্ষে মোট ৩২৬টি কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সসমূহে সর্বমোট ৮,৩১০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সারণী-৩

আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে খাতওয়ারী প্রশিক্ষণ অগ্রগতি

অর্থায়নের ধরন	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি				প্রশিক্ষণার্থীর ধরন	
	কোর্স	প্রশিক্ষণার্থী	কোর্স	প্রশিক্ষণার্থী			কর্মকর্তা/ কর্মচারি	সমবায়ী
				পুরুষ	মহিলা	মোট		
রাজস্ব বাজেট	১২৯	৩২২৫	২১১	৩২২১	২০৫৩	৫২৭৪	১৪০০	৩৮৭৪
সমবায় উন্নয়ন তহবিল	৫৯	১৪৭৫	৬৭	১০৮৯	৫৮৬	১৬৭৫	২৫	১৬৫০
প্রকল্পভূক্ত কোর্স	৪৮	১৩৬১	৪৮	৯৭৪	৩৮৭	১৩৬১	০	১৩৬১
মোট	**২৩৬**	**৬০৬১**	**৩২৬**	**৫২৮৪**	**৩০২৬**	**৮৩১০**	**১৪২৫**	**৬৮৮৫**

সারণী-৪

আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটসমূহের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কোর্স ভিত্তিক প্রশিক্ষণ অগ্রগতি:

ক্র. নং	কোর্সের নাম	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারী			
			লক্ষ্যমাত্রা	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	মৌলিক প্রশিক্ষণ (সহকারী পরিদর্শক/ সমপর্যায়)	১	২৫	২১	৪	২৫
২	সমবায় অডিটিং প্রশিক্ষণ (২য়/৩য় শ্রেণি)	১২	৩০০	২৬৪	৩৬	৩০০
৩	সমবায় আইন ও বিধিমালা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫	১২৫	৯৬	২৯	১২৫
৪	আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা (২য়/৩য় শ্রেণি)	১৪	৩৫০	২৬২	৮৮	৩৫০
৫	বেসিক কম্পিউটার (২য়/৩য় শ্রেণি)	২	৫০	৪৩	৭	৫০
৬	কম্পিউটার/আইসিটি অ্যাপ্লিকেশন কোর্স	৩	৭৫	৫৪	২১	৭৫
৭	স্টাফ উন্নয়ন কোর্স	১৮	৪৫০	৩৯৮	৫২	৪৫০
৮	তদন্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ কোর্স	১	২৫	০	২৫	২৫
৯	পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট এন্ড রুলস প্রশিক্ষণ কোর্স	১	২৫	১৬	৯	২৫
১০	আইজিএ প্রশিক্ষণ	১২৫	৩১২৪	১৪৪২	১৬৮২	৩১২৪
১১	সমিতি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	৪৮	১২০০	৮৪১	৩৫৯	১২০০
১২	সমবায় হিসাব ও নিরীক্ষা প্রশিক্ষণ	৩৭	৯২৫	৬৭৯	২৪৬	৯২৫
১৩	সমবায় উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	১১	২৭৫	১৭০	১০৫	২৭৫
১৪	প্রকল্পভূক্ত কোর্স	৪৮	১৩৬১	৯৭৪	৩৮৭	১৩৬১
	মোট	**৩২৬**	**৮৩১০**	**৫২৬০**	**৩০৫০**	**৮৩১০**

সমবায় সমিতিগুলোর সুষ্ঠু গঠন ও পরিচালনার জন্য যে শিক্ষা ও সচেতনতা, কারিগরী জ্ঞান, বস্তুগত উপকরণ ও চাহিদা উপযোগী অবকাঠামো প্রয়োজন সেজন্য প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। এ সকল গুরুত্ব উপলব্ধি করে আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ২০২৩-২১২৪ অর্থ বছরে ১০টি আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে মধ্যে আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট মুক্তাগাছায় আয়োজিত ৩১টি বিভিন্ন কোর্সে ৭৭৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ফরিদপুরে আয়োজিত ২৫টি কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন ৬২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী। একইভাবে ফেনীতে আয়োজিত ৩২টি কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন ৮০০ জন, মৌলভীবাজারে আয়োজিত ২৭টি কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন ৬৭৫ জন, নওগাঁতে আয়োজিত ২৫টি কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন ৬২৫ জন, রংপুরে আয়োজিত ২৭টি কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন ৬৭৫ জন, কুষ্টিয়ায় আয়োজিত ৩০টি কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন ৭৫০ জন, খুলনায় আয়োজিত ২৭টি কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন ৬৭৪ জন, বরিশালে আয়োজিত ৩০টি বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন ৭৫০ জন এবং আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ

ইনস্টিটিউট নরসিংদীতে আয়োজিত ২৪টি বিভিন্ন কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন ৬০০ জন প্রশিক্ষণার্থী। নিম্নে সারণী-৫ এর মাধ্যমে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সমূহের প্রশিক্ষণ অগ্রগতি দেখানো হলো:

সারণী-৫

আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটসমূহের ইনস্টিটিউট ভিত্তিক প্রশিক্ষণ অগ্রগতি (২০২৩-২৪)

ক্র. নং	ইন্সটিটিউটের নাম	কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা				অর্জনের হার
			লক্ষ্যমাত্রা	পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, মুক্তাগাছা।	৩১	৭৭৫	৪৩৫	৩৪০	৭৭৫	১০০
২	আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর।	২৫	৬২৫	৩৪০	২৮৫	৬২৫	১০০
৩	আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ফেনী।	৩২	৮০০	৫৩৮	২৬২	৮০০	১০০
৪	আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, মৌলভীবাজার।	২৭	৬৭৫	৩৮৫	২৯০	৬৭৫	১০০
৫	আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নওগাঁ।	২৫	৬২৫	৪৪৭	১৭৮	৬২৫	১০০
৬	আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রংপুর।	২৭	৬৭৫	৩৫৬	৩১৯	৬৭৫	১০০
৭	আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, কুষ্টিয়া।	৩০	৭৫০	৪৯৫	২৫৫	৭৫০	১০০
৮	আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, খুলনা।	২৭	৬৭৪	৪৫৬	২১৮	৬৭৪	১০০
৯	আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট,বরিশাল।	৩০	৭৫০	৪৫০	৩০০	৭৫০	১০০
১০	আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী।	২৪	৬০০	৩৮৪	২১৬	৬০০	১০০
	প্রকল্পভুক্ত কোর্স	৪৮	১৩৬১	৯৭৪	৩৮৭	১৩৬১	১০০
মোট		৩২৬	৮৩১০	৫২৬০	৩০৫০	৮৩১০	১০০

৪.৩ ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ

সমবায় সমিতির কার্যক্রমে আইনানুগ নিয়ন্ত্রণ ও সমবায়ীদের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে গতিবৃদ্ধির জন্য সমবায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও আঞ্চলিক সমবায়ে ইনস্টিটিউট পাশাপাশি প্রতিটি জেলা সমবায় দপ্তরে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট রয়েছে। উক্ত ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক চাহিদানুযায়ী তৃণমূল পর্যায়ে সমবায় ব্যবস্থাপনা, হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশু-পালন, বৃক্ষরোপণ, স্যানিটেশন প্রভৃতি আয়বর্ধক ও আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক বিষয়সহ জাতীয় কর্মসূচির আওতাভূক্ত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলা সমবায় কার্যালয় কর্তৃক ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণের চিত্র।

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত প্রশিক্ষণের অগ্রগতির চিত্র নিম্নরুপ

সারণী-৬

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা				
		লক্ষ্যমাত্রা	পুরুষ	মহিলা	মোট	অর্জনের হার
ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ	২০৮৩	৪০৩৫০	৩৫৬৪৭	১৬৪৭৮	৫২১২৫	১২৯%

নারায়নগঞ্জ জেলার ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ ইউনিট কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণের চিত্র।

ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ: বর্তমান অর্থবছরে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়ে ১৮টি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে ৮৩৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সেমিনার/ওয়ার্কশপ: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়ে, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি, কোটবাড়ি, কুমিল্লা, বিভাগীয় সমবায় দপ্তরসমূহে এবং আঞ্চলিক সমবায় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহে ১৮টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয় এবং অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৮৬৯ জন।